জীবন—সঙ্গীত।

[কাব্য।]

প্রথম ভাগ

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

ও

শ্রীসত্যলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ৩০১ নম্বর
ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

[illegible] ১৩০৮ ।

বহুগুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

নববিভাকর-সম্পাদক মহাশয়

পরম সুহৃদবরেষু।

মহাশয়,

বিদ্বান হইলেই পণ্ডিত হয় না পণ্ডিত হইলেই জ্ঞানী হয় না এবং জ্ঞানী হইলেই কাব্যরসজ্ঞ হয় না; কিন্তু আপনাতে এই তিনটী গুণই সমভাবে সর্ব্বদা বিরাজিত। আমার রচিত অনেক গুলি কবিতা বঙ্গদেশের অনেকগুলি বিখ্যাত সংবাদ ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমস্তগুলি এককালে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। আর আমার শরীরেরও যেরূপ অবস্থা কখন যে সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে সে সম্ভাবনাও অল্প। এ জন্য সেই সকল কবিতার কতকগুলি লইয়া "জীবন-সঙ্গীত" প্রকাশ করিলাম। যার তার হস্তে অর্পণ করিয়া এই পুস্তক খানির অবমাননা করিতে আমার ইচ্ছা হইল না; আপনি বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী ও কাব্যরসজ্ঞ; বিশেষতঃ আমার পরম-হিতৈষী বন্ধু, সুতরাং আপনারই করকমলে আমার জীবন-সঙ্গীত অর্পণ করিলাম। একবার সস্নেহ দৃষ্টি করিলে অনুগৃহীত হইব।

আপনার

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

জীবন—সঙ্গীত

[কাব্য।]

কবির প্রতিজ্ঞা।

(১)

করিনু প্রতিজ্ঞা মনে   আজি সত্য আরাধনে

ডরি না কাহারে চিতে ; অতএব ভাবিয়া,

এ মোর মনের দ্বার দিব রে খুলিয়া।

কি যাতনা দিবি মোরে ?   যাতনা, কে ডরে তোরে !

আশীবিষ বিষে যার দেহের নির্ব্বাণ,

কি জ্বালা দংশিলে অহি তাহারে অজ্ঞান ?

তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকায়   অথবা বিঁধিবে কায়—

বিঁধুক বিঁধিতে দাও—হাসিবে তাহায়।

পোড়াইবে হুতাশনে,   অথবা ডুবাবে জলে,

অসির প্রহারে কিংবা কাটিবে আমায়।

কাটুক, কাটিতে দাও ; রাখিব বজায়

করেছি প্রতিজ্ঞা যবে এ প্রতিজ্ঞা মম।

লেখনী করিবে রণে [illegible]-বিক্রম।

(২)

সাধিব ভবের সাধ সাধুক যে সাধে যায়
দংশুক হৃদয়ে বসে ফণী অনিবার।
অনল-অচল বক্ষ ফাটিবে না আর॥
শিরায় শিরায় আসি ছুটুক গরল রাশি
সে ত আমি ভালবাসি। আশ্বাসি আশ্বাসে
ভারত-সংগীত কিন্তু গাইব উল্লাসে।
গাইব নির্ভয় মনে— চেতাইব ত্রিভুবনে
জাগরে উৎসাহে—যত ভারত-সন্তান।
আর কেন নিদ্রা যাও হইয়া অজ্ঞান॥

(৩)

হতাশা, নিরাশা, আর দেখাবি কি বল!
অভাগা ভারত পুত্রে হতাশা সম্বল।
তোরে যে সেবিয়া আজ সাধিব [illegible]নে কাজ
তোর (ই) আরাধনা আজ প্রতিজ্ঞা আমার।
করিব গরল যোগে গরল সংহার॥

(৪)

মরণ আশ্চর্য্য নয় মরিবে সকলে।
মরিব দেখিব কিন্তু ফলে কি না ফলে;
আজ আরাধনাবলে এই মোর বক্ষস্থলে
জীবন-বাসনা-বৃক্ষে বাঞ্ছিত রতন।
যাতি সুখ ফল যাতে সাধিয়া মনের সাধে

যায় কি না যায় মরী দিয়েছি ভুবন !
মরিব মরণ বটে মঙ্গল তখন ।

(৫)

ভ্রমিব আঁধারে আজ আঁধার গগনে
দেখিব যতনে বিশ্ব বিস্তারি নয়নে ।
কোথায় জলিছে আলো !—সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কাল
কিংবা এই রীতি, নিত্য নহে পৌর্ণমাসী ।
দিবাশেষে সন্ধ্যা এলে   দিবাকর পড়ে ঢেলে
পূরবে গরবে ধ্বান্ত বিক্রম প্রকাশি
করে ঘোর তমোময় ;   পশ্চিমে প্রকাশ হয়
হীরণ্য-কিরণ-মালা-মণ্ডিত তপন ।
আমি অন্ধ অর্থ কিবা   কোথা নিশা কোথা দিবা
কেন নিশি কেন দিবা ; করি আলোচন
দেখাব হতাশ হলে   কষ্ট নষ্ট সুখ বলে—
প্রচারিব সার কথা উল্লাসিত মনে ।
মরিব, মরিতে হবে   চির কেবা রবে ভবে ?
ভবিতব্য যার অগ্রে উদ্ঘাটি যতনে,—
দেখাব কতেক শোভা চির সে সদনে ।

(৬)

রাজা প্রজা কৃত প্রেত অরাতি-পীড়ন
পাষাণ পরাণে আর কি দিবে বেদন ?
একাকী বিজন বনে   বসি কিংবা এক মনে

স্বাধীন মনের ভাব করিব প্রকাশ।
বিরাগে জীবন কেন করিব বিনাশ॥
গিরি গুহা মাঝে থাকি হুঙ্কারে উঠিলে হাঁকি
প্রলয় পাবক রাশি স্থির কোন জন ?
ছুটিলে চিত্তের বেগ জানিবে ভুবন।
দামিনী ছুটিয়া যায় কে রাখে নিবারি তায় ?
পরশে সকলি হয় অগ্নিরাশিময়।
পবন-নিস্বন সনে আতঙ্কি জগত-জনে
এ অগ্নি ছুটিলে পরে কি আছে সংশয়।
অবশ্য জ্বলিবে আর্য্য-সন্তান-হৃদয়॥

(৭)

জোড় করে বাঁধি বলে রাখিলেন হিমাচলে
সে প্রমিথিয়সে ; যথা সেই মহাবীর
শত যুগ ধরি বলে দেবেন্দ্র-যন্ত্রণা-দলে
হাসিলা সগর্ব্বে ; ধীর চিত্তে রহে ধীর ;
মহীর যাতনা সব সব কণে আজি সব
ভুলিব না এ প্রতিজ্ঞা তথাপি কখন,
কালে উগারিবে গিরি কাল হুতাশন॥
গ্রহ উপগ্রহ যত কতকাল এই মত
পরিবেষ্টি প্রভাকরে করে পর্য্যটন
বার তিথি মাস যায় ঋতু ছয় আসে যায়
কতকাল এই মত করিব দর্শন।

তরঙ্গে অঙ্কেতে মাখি, গভীর গর্জ্জনে হাঁকি
কতকাল চক্রাকারে ভ্রমে রত্নাকর।
কত কাল ধরণীরে রাখেন বাসুকী শিরে
কতকাল এই মত চলে চরাচর॥
করিব দর্শন আর কতকাল এ প্রকার
ক্রমে ক্রমে আর্য্য-পুত্র ভুলি সমুদায়
এ সব দেখিব যবে ত্যজিব জীবন তবে—
মন সুখে মহোল্লাসে সাধি বাসনায়।
মরণ সুখের বটে—মরিতে যে পায়॥

(৮)

তেজ বীর্য্য বলহীন ক্ষুদ্র চিত্তে অনুদিন
করে সেবা আসি তবে জড়তা অজ্ঞানে;
ঘুরিয়া অন্নের আশে ত্যজিনু অবনী বাসে
গৌরব গরিমা লোপ করি এক কালে॥
জগদীশ! যেন আর এইরূপে বারে বার
হয় না সংসার বনে করিতে ভ্রমণ।
সুকীর্ত্তি শশাঙ্কে আঁকি শারদ গগনে রাখি
বারেক পাই হে যেন ত্যজিতে জীবন॥
এই বাঞ্ছা অহর্নিশ হৃদয়ে হে জগদীশ
উৎসাহ সাহস দেহ ভারত-নন্দনে।
ভারত আকাশে রবি মণ্ডিত বিমল ছবি
হবি যেন হেরি নাথ মিনতি চরণে।

কোকিল।

(১)

ধিক্ সে কবিরে—ছার কবিত্বে তাহার!
কোকিলের রবে প্রাণ পাগল যাহার।
এক মনে এক প্রাণে, শুনেছি কোকিল তানে,—
হেরেছি ময়ূর-নৃত্য কদম্ব কাননে,
নব নীল নীরধর নিরখি গগনে।
আরোহি কল্পনা-রথে, ভ্রমিয়া বিমান পথে,
অপ্সরী কিন্নরীকুলে করেছি দর্শন;—
মোহন সংগীত কত করেছি শ্রবণ।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে, বসন্তে কান্তের সনে,
দেখেছি রমণীগণে করিতে বিহার,—
শুনেছি তাদের গীত—সুতান বীণার।
দেখেছি সকলি তাহা, দেখিবারে বিশ্বে যাহা;—
হয় নি কখন তায় আনন্দ উদয়।
এ ছার কোকিল গানে, কি সুখে আনন্দে প্রাণে?
কি সুখে, জানি না, আজ নাচিবে হৃদয়?
তালে তালে মিলাইয়া, যে সুর মরমে গিয়া,
জড়তন্ত্র দলে বলে বিতাড়িত করে,
তাতেই জানিত, প্রাণ নাচে প্রেম ভরে।

(২)

কোকিল-কাকলি কই মরমে ত যায় না!
মরমে-মরমে পশি পরাণে নাচায় না।

মলয়-হিল্লোল প্রায়, ভাসি ভাসি যায় হায়,
কখন অন্তরে মিশে অন্তরে নাচায় না।
গভীর ভাবেতে আসি, গভীর পবনে ভাসি,
গভীর হৃদয়ে কই তরঙ্গ উঠায় না।
কোকিল-কাকলি কই মরমে ত যায় না!

(৩)

পুরুষে পারে না পিক মেয়েরে ভুলায়!
নারীর হৃদয় হায়, দর্পণ বা নীর প্রায়,
মলয় মৃদুলে তুলি লহরী উঠায়।
নীরে নীরে মিশে যায়!—পাষাণ কি টলে তায়?
উঠে প্রতিধ্বনি হলে পাষাণে পাষাণে
তাড়িত ঘর্ষণ বেগে!—উঠে অগ্নিরাশি বেগে!
কেন এ পিকের গীত বাজিবে পরাণে?
তাড়িত করিয়া অঙ্গ, মোহ-নিদ্রা করি ভঙ্গ,
হুঙ্কার ঝঙ্কার ভীম উঠাবে বিষাণে।

(৪)

কি দোষ তোমার কবি, বৃথা এ গঞ্জন!
রমণী অধিক বীর বাঙ্গালি এখন!
প্রেম-রস গলাইয়া, প্রেম-রস মিশাইয়া,
মধুর প্রেমেতে হবে তোমার গঠন,
ভুলিবে কিরূপে তুমি সে প্রেমবন্ধন?
কাজেই তোমারে হবে, ভুলিতে কোকিল রবে,

কাজেই নাচিবে তুমি [illegible] হিল্লোলে—
প্রফুল্ল পদ্মিনী যথা তরঙ্গের [illegible]ল ।
কাজেই গাইতে হবে, কোকিল[illegible]নি হবে,
প্রিয় প্রিয় প্রিয়-রস প্রমদা প্রয়োগ—
কাজেই প্রেমেতে তব বাড়িবে আমোদ ।
কাজেই দারুণ শীতে, প্রেমে বিশ্ব মাতাইতে,
প্রেমের উদ্যান হবে রচিতে তোমায় ;
প্রেম-সরোবর-নীরে, সাজাইতে নলিনীরে,—
খেলাইতে দুলাইতে নাচাতে তাহায় ।
কাজেই প্রেমের ফুলে, প্রেমের প্রাসাদে তুলে,
প্রেমের উদ্যানে তুলে প্রেমের মালায়,
পরাতে হইবে গাঁথি প্রমদা-গলায় ।

(৫)

রাসরসময়ী রাধা রসের ভাণ্ডার
কাজেই বাসিবে ভাল বদন তাহার ।
কাজেই তাহার সনে, ভ্রমিবে নিকুঞ্জ বনে,
কোকিলে লইয়া গাই ললিত বাহার ।
কাজেই কোকিল, কবি, প্রিয় হে তোমার ।

(৬)

কই ত কোকিল ডাকে মানস ভুলায় না !
কই ত কোকিল ডাকে ভুবনে হাসায় না !
এই ত হুতাশ ঘরে, চিরি কণ্ঠ তারস্বরে,

ডাকিল কোকিল কত—নাচিল ক জন ?
সেই ত অলসে সব নিদ্রায় মগন।

(৭)

কোকিলের ডাক শুনে প্রেমেতে জাগিয়া,
নেচেছে অনেক মন—নেচেছে করিয়া রঙ্গ,
নেচেছে প্রেমের মালা গলায় পরিয়া।
কিন্তু ও কোকিল ডাকে নাচে নাকো আর।
প্রেমেতে না প্রেম আছে, নাম মাত্র রহিয়াছে,
সে প্রেমে, প্রেমিক কবি, এ রঙ্গ আশায়,
নাচে না হাসে না গুয়ে, কাঁদে না প্রেমের ঘোরে,
ডেক না কোকিল ডাকে মিনতি আমার।

(৮)

অনেক প্রেমের খেলা হয়েছে হেথায়;
জরজর প্রেমবিষে হায় সমুদায়।
কেবল প্রেমের দায়, জগত ডুবিছে হায়;
তবু কি, প্রেমিক কবি, পুরে নি বাসনা ?
আর দোর প্রেমধূমে, না মাতাও আর্য্যভূমে,
গেঁথ না প্রেমের মালা এ মম কামনা।

(৯)

কোকিল মরিবে কবে, বসন্ত সে অন্ত হবে,
শুকাবে কমল যুঁই মল্লিকা মালতী
চারু তরু, মধু ফুল, কানন ব্রততী !

কবে রে ভারত তুমি, হইবে শ্মশানভূমি,
কবে রে সৌন্দর্য্য তব হবে ভস্মপ্রায়।
ভস্ম কর চণ্ডীদাসে, পাঠাও তাহার পাশে,
বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসায়।
পোড়াও রমণীগণে, সহিত যৌবন ধনে,—
ভুল রে ভুল রে সবে চাতুরী তাহার।
ঘুঙ্গুরের ঘুঙ্ঘুঙ্, নূপুরের রুণু রুণু,
কঙ্কণের কণ কণ—ভ্রমর ঝঙ্কার—
ভুল রে, বাঙ্গালি কবি, মিনতি আমার।

(১০)

কে আছ গভীর স্বরে, গাও গীত তান পূরে,
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরী গভীর নিস্বনে।
ভীম বজ্র করতলে, কিরূপে সংগ্রাম স্থলে,
দানবে দেবেন্দ্র ইন্দ্র দলিলা চরণে।
কেমনে পাণ্ডবচয়, অশ্বমেধে ছাড়ি হয়,
ত্রিপুর করিলা জয় বিক্রম প্রচারি?
আর্য্যলক্ষ্মী বৈদেহীরে, লঙ্ঘিয়া অগাধ নীরে,
উদ্ধারিলা রামচন্দ্র রাবণে সংহারি?
শুনিতে ধমনি ফুটে, সে গীতে পাষাণ ছুটে,
দেখিব কোথায় নাহি ধায় গরজিয়া।
দেখিব সংসারে কেবা না উঠে নাচিয়া?
অচল এ অদ্রি রাজি, দেখিব কেমনে আজি,

দেখিব অচল ভাবে থাকে এ প্রকারে ?
মাতে কি না মাতে ধরা দেখাব সবারে।
শুন হে নবীন কবি, না তোল প্রেমের ছবি,
কবি হতে যদি আশা হৃদয়ে প্রবল ;
প্রমত্ত মেঘের পাশে, কিরূপে দামিনী হাসে,
তোল হে তোল হে কবি সে ছবি বিমল—
দেখিবে হাসিবে সুখে গগন ভূতল !
অলস অবশ জন, তাড়িত হৃদয় মন,
নাচিবে নাচিবে রঙ্গে নাচাবে ভূতল।
ভ্রমিও না ভ্রম বশে, কোকিলে না মন রসে ;
নয়ন-কণ্টক কাল কোকিল সকল !
বীররসে পূরে তান, গাও হে বীরের গান,
নাচিবে জড়ের প্রাণ—তাহে যে প্রকার,
বিদ্যুতের গতি, কবি,—মিনতি আমার।

কিন্নরীর গীত।

(বৃত্রাসুরের স্বর্গাধিকার কালে।)

একাকী বসিয়া সুমেরু শিখরে
ভাবিতেছি কত ব্যাকুল হইয়া ;
সহসা শুনিনু সুগম্ভীর স্বরে
গাইল কিন্নরী নাচিয়া নাচিয়া।—

গাইল কিন্নরী নাচিয়া নাচিয়া
সুগম্ভীর সুরে ভুবন মোহিয়া ;
মধুর বাজনা অমনি বাজিল—
ঢোলক তবলা নহেক সেতার—
দামামা দুন্দুভি গম্ভীরে বাজিল ;
ভুলিল কিন্নরী সুরব আবার।

ঝঙ্কার মঞ্জরী নাহিক শ্রবণে ;
শরীর শোভিত নহেক ভূষণে ;
এলায়িত কেশ পাগলিনী প্রায়,
কাল অসিরাশি জলিতেছে গায়!
পরা রণ-সাজ ধনুর্ব্বাণ করে
অট্ট অট্ট হাসি বিকট অধরে
অনন্ত আকাশে ছুটিয়া ছুটিয়া
সংগ্রাম-বাজনা বাজায়ে গাইল ;
দীপক রাগেতে ভুবন ভরিয়া,
গভীর সঙ্গীত গম্ভীরে গাইল!

"উঠ সুর বালা, উঠ ত্বরা করি
নন্দন-বিপিন-বিহার ত্যজিয়া,
চল চল ত্বরা রণ-সাজ পরি,
রক্ষিব অমরা সমর করিয়া।
"এ ফুল শয়ন এ ফুল ভূষণ,
ত্যজ ত্যজ ত্বরা বীণার বাদন ;

বসন্ত বাহার বসন্ত সঙ্গীত
বেহাগ ঝিঁঝিট তাজং ললিত,
এ সব বসন এ সব ভূষণ
তাজ ত্বরা সব মাণিক কাঞ্চন,
রাখ বীণা দূরে নূপুর ঘুঙুর,
ধর ধনুর্ব্বাণ, বাজাও মধুর
দামামা দুন্দুভি, নিনাদ গভীরে,
আকাশ পাতাল কাঁপিয়া মহীরে
অধীর সে রবে ? আজিকে দেখাব
রমণী বিক্রম ; আজিকে শেখাব
বিক্রমে দানবে ; আজিকে তরিব
ভুবন গৌরবে ; আজিকে করিব
দানব সকলে নির্ম্মূল সমরে !
দেখাব রমণী কত বল ধরে !
"এসহ ভগিনি এস ত্বরা করি
বিলাস রহস্য সব পরিহরি ;

"ঐ দেখ ঐ বাসব ভবনে
ভ্রমিছে দানব বিক্রম ভরে ;
ঐ দেখ ঐ নন্দন কাননে
দনুজ-কামিনী কৌতুক করে।

"বাড়ব-অনলে জলেনা হৃদয় ?
বিধে না কি শেল হেরি সমুদয় ?

ওহে সুর দল, এই কি উচিত
অসুর সমরে হইলে মূর্চ্ছিত।
উঠ সুরপতি দিক-পাল দল,
আবার চলহ সংগ্রামের স্থল;

হান্ হান্ রবে কাটিব সকলে
পোড়াব পৃথিবী প্রলয়-অনলে,
আদিত্য মণ্ডলে ছিঁড়িয়া ফেলিব,
অবনী তুলিয়া তথায় রাখিব;

দানবের পুরী ডুবাইব জলে;
ফুটাইব ফুল ঘোর মরুস্থলে;

চল চল ত্বরা ধর ধনুর্ব্বাণ,
মোহ ত্যজি উঠ অমর সন্তান!

বিপক্ষে কাটিব বিপক্ষে নাশিব,
বিপক্ষ-শোণিত-সলিলে ভাসিব,
আমরা অমরী আমরা অমর
না ডরি শমনে—না ডরি সমর,
দেব তেজঃ বীর্য্য দেবেতে কেবল-
কার সাধ্য ভবে সহে সে অনল!
কিবা নিশি দিন, যুগকাল ধরি
করিব সমর, সব পরিহরি।

দেবের দেবত্ব দেবের থাকিবে
বিশ্বের বিলয়ে কভু না যাইবে।

কেন তবে ভয় অধম দানবে ?
চল দেবকুল চলহে আহবে ।"
বলি বামা-কুল কার্ম্মুক টঙ্কারি
নিনাদিলা জোরে ভুবন বিদারি ।
গগনমণ্ডল হ'ল জ্যোতির্ম্ময়,
প্রলয়ে যেরূপ অনুভব হয় ।
নিনাদিল সিন্ধু উথলি গভীর,
ভূকম্পে ভূতল হইল অধীর ।
পলাইল মোহ ; অমরনিকর
উঠিল আবার ছাড়িয়া হুঙ্কার,
আবার বাজিল বাদ্য ভয়ঙ্কর
গম্ভীরে অমর গাইল আবার,
" চল চল ত্বরা ধর ধনুর্ব্বাণ
মোহ ত্যজি উঠ অমর সন্তান !
দিতিজে কাটিব দিতিজে নাশিব,
দিতিজ-শোণিত-সাগরে ভাসিব " !

কেন এত ভালবাসি !

১

কেন যে তাহারে আমি এত ভাল বাসি ;
হায় রে কেমনে তাহা বলিব প্রকাশি !
হেরে সেই রূপ রাশি, কেন সুখ-নীরে ভাসি ?

কেন রে বাসনা এত দেখিতে সে হাসি ?
কি রূপে কহিব তারে কেন ভাল বাসি !

২

সুনীল গগনে চারু চাঁদের উদয়,
হেরিয়া আনন্দে কেন উথলে হৃদয় ?
বিমল চন্দ্রিমা জালো,   সরসী করিয়া আলো
প্রফুল্ল কুমুদে খেলে লহরে লহরে ;—
কেন রে সে রূপে এত আনন্দ অন্তরে ?

৩

ভাল বাসি কেন আমি কব কোন্ জনে ?
ভাল বাসি কেন, বিধা কহিব কেমনে ?
ভাল বেসে ভাল বেসে,   যে জন না পরিশেষে
গিয়াছে গলিয়া সেই ভালবাসা সনে ;—
কেন ভাল বাসি অন্যে বুঝিবে কেমনে ?

৪

যখনি মিলন হয় নয়নে নয়নে,
যখনি নিরখি সেই বিমল বদনে,
তখনি রে ভাল বাসি !   তখনি উদয় আসি
পবিত্র স্বর্গীয় সুখ হৃদয় ভিতরে !
তখনি আনন্দে ভাসি আনন্দ-সাগরে !

৫

সে প্রেম প্রতিমা খানি বিমল উজ্জ্বল,
হৃদয়-আকাশে কেন করে ঝলমল,

হায় মম অনিবার! কেন হৃদয়ের তার
(কি জানি কি শক্তি বলে!) নাচয়ে তখন।
কেন যে সে চিত্রখানি হেরি অনুক্ষণ?

৬

কেন যে পারি না আমি ভুলিতে তাহারে?
কেন সেই ছবিখানি হৃদয় মাঝারে
রয়েছে খোদিত মম! কেন এত প্রিয়তম
প্রিয়তম প্রাণ হতে প্রাণের প্রতিমা?
কেমনে কহিব কত তাহার মহিমা!

৭

শয়নে নিরখি তারে, নিরখি স্বপনে;
ভাবনায় ভাবি তারে হৃদয় ভবনে,
মুদিলে যুগল আঁখি, দেখি সে প্রাণের পাখী
মানস কমল দলে করিছে চরণ!
সে প্রাণ প্রতিমাময় হেরি এ ভুবন!

৮

যখনি তাহারে ভাবি হেরি সে বদন,
ভালবাসাময় হাসি, সুনীল নয়ন;
জিনি নব ঘনোদয়, কুঞ্চিত কুন্তলচয়,
মধুপান ভুরু-লতা; প্রসন্ন মূরতি;
কেন যে তখনি হই বিমোহিত অতি?

৯

সরলতা-প্রেম-দয়া দাক্ষিণ্য-প্রতিমা!
আঁধার হৃদয়ে চারু শারদ চন্দ্রিমা!

পবিত্র প্রণয়-নীরে, যে হৃদয়-নলিনীরে
রাখিয়াছে অভিষিক্ত; রূপ গুণ রস
বিরাজিত যথা সদা যামিনী দিবস!

১০

যত দেখি তত আশা দেখিতে লালসা!
যত ভাল বাসি তত শিখি ভালবাসা!
তৃষ্ণা নহে নিবারণ, পরিতৃপ্ত নহে মন,
অভিনব ভাবে কত হৃদয় বিহ্বল!
কেন এত প্রিয় মম সে কাল কমল?

১১

কেন রে সে হাসি এত দেখিতে বাসনা?
কেন রে সে কাল রূপ দেখিতে কামনা?
কেন রে সে কাল কান্তি, হৃদয়ে জন্মায় ভ্রান্তি,
কেন রে কালর আলো নিরখি সকলি?
সে কাল দেখিতে কেন বাসনা কেবলি?

১২

সেই কণ্ঠস্বর কেন এত ভাল বাসি?
শুনিতে সে স্বর কেন সদা অভিলাষী?
ত্রিদিব হইতে খসি, যে স্বর মরমে পশি
তালে তালে মিলাইয়া হৃদয়ে নাচায়!
সে স্বরে কেন রে করে পাগল আমায়?

১৩

বল হে কোকিল পাখি, ললিত উচ্ছ্বাসে
গাও তুমি সাধা কণ্ঠে নব মধু মাসে,

সুখের তরঙ্গ ভরে, কেন বিশ্ব নৃত্য করে,
উজ্জ্বল অবনী কেন হাসির ছটায়?
বল না কোকিল কেন ভাল বাসি তায়?

১৪

বল হে তটিনি, মৃদু কল-নিনাদিনি,
কেন সে প্রতিমা খানি ভুবনমোহিনী
কেন সে মধুর হাসি, আমি এত ভাল বাসি?
কেন সে মধুর স্বরে মোহিত ভুবন?
কেন গো দেখিতে আশা সদা সে বদন?

১৫

হে কমল, বার কত দেখিলে তোমায়
আর না দেখিতে সাধ হয় পুনরায়;—
সে মুখ কমল তায়, দেখি যদি বার বার,
আবার দেখিতে কেন বাসনা প্রবল?
এত ভাল বাসি কেন বলনা কমল!

১৬

শরীরে শরীরে মনে জীবনে জীবনে
পবিত্র প্রণয়-সূত্রে বাঁধা যার সনে,
সরল হৃদয়ে যার, প্রবাহিত অনিবার
পবিত্র প্রণয়-সিন্ধু!—ভাল বাসা যার
নির্মল—গভীর যথা জলধি অপার!

১৭

হতাশ জনের আশা অন্ধের নয়ন;
আঁধার হৃদয়ে দীপ্ত মাণিক রতন।

তব তীব্র মরুতলে, জড়িত জলজদলে
পীযূষ-সলিলময়ী সরসী সুন্দর!
অমানিশা আকাশেতে পূর্ণ শশধর!

১৮

যাতনা-তপন-তাপে হায় রে যখন
সন্তাপিত হয় অতি হৃদয় জীবন;
দেখি সে প্রসন্ন মুখ, পাসরি সকল দুখ;
শ্রান্ত পান্থ প্রতি বটচ্ছায়া সুশীতল!
তীব্র মরুভূমে চারু প্রফুল্ল কমল!

১৯

কেন যে সে কাল রূপে হয়েছি পাগল;
কেন যে হেরিতে তারে বাসনা কেবল;
কি রূপে কহিব হায়?—অথবা কহিব কায়?
এ মম মনের ভাব কে বুঝে বল না,—
কেন যে তাহারে দেখি পাশরি যাতনা

২০

সরস বসন্তে বিশ্ব কেন আমোদিত?
শুক রবে কুঞ্জবন কেন প্রমোদিত!
রবির উদয় হলে, সরস সরসী জলে
কে বুঝাবে কমলিনী কি জন্য বিহ্বল?
মধুর অধর দলে হাসি ঢল ঢল!

২১

সে মম সর্ব্বস্ব ধন জীবন-জীবন!
বাঁধা আছি প্রাণে প্রাণে—সুদৃঢ় বন্ধন!

কাল যামিনীর উষা——সে মম হৃদয়-ভূষা!
ভাব হে ভাবুক জন, সেই রূপরাশি!
দেখিতে বাসনা কেন, কেন ভাল বাসি!

উৎসাহ বিজয়।

১

হতাশ হইয়া কূলাম হেরিয়া
অগাধ সাগরে তরণী রাখিয়া
হারায়ে বিবেক দিও না ছাড়িয়া
অহে ভীত মাঝি, তরীর হাল;
সাহস উৎসাহে বাঁধিয়া হৃদয়,
ঠেলিয়া বিক্রমে তরঙ্গ-নিচয়
বাহ পাড়ি মাঝি নাহি কর ভয়—
অভয় অন্তরে তুলিয়া পাল।

২

নহিলে তোদের যাবত জীবন
মন দুঃখে হবে করিতে রোদন,
হইবে এ ভার করিতে বহন—
হইবে থাকিতে অবশ প্রায়।
শুনে হাসি পায় কেমনে বলিলে?
সতত কাঁদিব কেমনে জানিলে?
পড়িয়া শুনিয়া কি শিক্ষা শিখিলে?
কি জ্ঞান পাইলে বল না হায়!

৩

না হয় যাহাতে এ ভার বহিতে
ত্যজিয়া আলস্য সময় থাকিতে
কর আয়োজন সবে এক চিত্তে
যাবে রে যন্ত্রণা মন্ত্রণাবলে।
জাতি জাতি জাতি জাতি অভিমান
ঐশ্বর্য্য বিভব—ত্যজ কুল মান—
হয়ে এক জাতি হয়ে এক প্রাণ
ঢাল না রে অঙ্গে উৎসাহ জলে!

৪

একতা একতা একতার ফল
জান না কি আর্য্য-সন্তান সকল?
এক হও সবে; সাধিতে মঙ্গল,
বাসনা যদ্যপি আছে রে মনে।
একই প্রতিজ্ঞা একই কামনা—
এক পণ মন একই সাধনা
কর সবে স্থির, কি আছে ভাবনা
যাইবে যাতনা বেদনা সনে।

৫

বদনে চরণে শরীর আঁটিয়া
সাহস বিক্রমে ধৈরয ধরিয়া
গাওরে সকলে মিলিয়া মিলিয়া
উচ্চ স্বরে আজ একই তানে।

দুন্দুভি দামামা ভেরী সুগম্ভীর
বাজারে গম্ভীরে করিয়া অধীর
অবনী গগন ভূধর শরীর
ছাড়ি সিংহনাদ প্রফুল্ল প্রাণে।

৬

গাও সবে ভাই নাচিয়া নাচিয়া
বিফল কৌতুক রহস্য ত্যজিয়া
ধূলা রাশি অঙ্গে আনন্দে মাখিয়া
বিক্রমে তুলিয়া বিজয় রব।
পাহাড় পর্ব্বত কন্দর কানন
পাতাল অবনী সমুদ্র গগন
আঘাতি শূন্যেতে ফুকুক পবন
সে রব আরবে ভুবন সব।

৭

আর রে কাঁদিতে যাহাতে না হয়
কর আয়োজন তাই সমুদয়!
এ যাতনা প্রাণে আর নাহি সয়!
কত রে সেবিব জড়তা বলে!
দেশের দুর্দ্দশা, কত বল আর
অসীম আলস্য ঘোর অত্যাচার
জীবিত থাকিয়া দেখি অনিবার!
কত রে ভাসিব নয়ন জলে!

৮

কেন কর ভয় বারেক দেখ না
ঘুচে কিনা ঘুচে এ ভব যন্ত্রণা ;
পূরে কি না পূরে মনের বাসনা ;
দেখই না কেন বারেক ভাই !
এখনো বসিয়া !— এখনো অলস !
এখনো নিদ্রায় শরীর অবশ !
ধিক তোমাদের ধিক্ এ পৌরুষ !
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোদের ভাই !

৯

বল দেখি কিবা ভাবিয়াছ মনে ?
চিরজীবী হবে ? অথবা শমনে
ডরাও এখনো ? রমণী রতনে
অথবা অক্ষয় ভাবিয়া যেতে ?—
বেশ বেশ ভাই বুঝিয়াছ ভাল !
এই মত সব রবে চিরকাল !
চির রবে এই সুরূপ রসাল !
এর ফল ভাই হবে হে পেতে ॥

১০

পড়ুক প্রলয় পড়ুক অনলে,
ভস্মীভূত হ'ক রমণী সকলে।
পড়ুক সৌন্দর্য্য বসুধা মণ্ডলে
যা আছে সুন্দর পুড়িয়া যাক্ ॥

নিরমল রূপ চাই না দেখিতে ;
সুধাংশু বদন চাই না আঁকিতে ;
কাম ধনু ভুরু চাই না তুলিতে ;—
তিল ফুল দূরে পড়িয়া থাক ॥

১১

নীল সরোজিনী চাই না কাজল ;
দ্বিরদ দশন মুকুতার ফল ,
চাই না কাঞ্চন কোরক কমল ;
চাই না মৃণাল চাই না কলি ।
চাই না কেশরী রক্ত শতদল ;
কুঞ্চিত কুন্তল জলদ সজল ;
চাই না মাখাতে রজত তরল ;
গজমতি হার, চম্পক কলি ॥

১২

ফণী জিনি বেণী, কোকিল কূজন ;
চাই না কমলে ভ্রমর গুঞ্জন ;
চাই না বদন বসন ভূষণ ;
ঢোলক তবলা বীণার তার ।
চাই না চাহনি ভুবন-ভুলনি ;
গজেন্দ্র-গামিনী চাই না রমণী,
মধুর হাসিনী মধুর-ভাষিণী,—
চাই না এ সব চাই না আর ॥

১৩

প্রবল অনল   পুলকে গলায়ে,
কাল-ভুজঙ্গিনী   গরলে মিলায়ে,
তুলি ধরি দিব   যতনে মাখায়ে,
কঠিন পাষাণে, রমণী আঁকি।
বসাব বদনে   প্রখর তপনে;
দাবাগ্নি জ্বালাব   যুগল নয়নে;
হাসাইব অট্ট   অধরে সঘনে;
রাখিব শরীর বরমে ঢাকি॥

১৪

দশনে দশনে   সতত দংশিবে,
হুঙ্কারে কামিনী   সতত হাঁকিবে,
করতলে কাল   কৃপাণ ভাতিবে,
কাঁপাবে মেদিনী চরণ ভরে।
মুক্তকেশী হয়ে   মুক্তকেশী প্রায়;
সতত উন্মত্ত—ভ্রমিবে ধরায়
নাচিয়া নাচিয়া   প্রলয় প্রভায়
স্থাবর জঙ্গমে কাঁপায়ে ডরে॥

১৫

মাতোয়ালা রণে   মাতঙ্গিনী প্রায়;
তৃণবৎ জ্ঞান   করিবে সবায়—
তৃণবৎ জ্ঞান   করিবে সবায়—
তৃণবৎ সবে   পোড়াবে বলে।

তেজ বীর্য্য বলে   জ্বলিবে ভীষণ,
শমনে ভাবিবে   চেতনাচেতন;
তপন তাপনে   পুড়িবে ভুবন,
   তুষিবে কটাক্ষে জনবিজনে।

১৬

কর, যদি পার,   ভারত সন্তান,
এ হেন রমণী   গুণের নিধান—
তাহার সংসর্গে   প্রণয় বিধান—
   বাসনা যদ্যপি সুখেতে রবে।
ত্যজিয়া এ ভব   কুসুম শয়নে,
রমণীর সনে   উৎসাহ ভূষণে
সাজ সবে সাজ   আনন্দিত মনে
   ভুবন ভরিয়া বাহবা রবে।

১৭

দেখিব তখন   কাঁদি কি আমরা!
দেখিব ভুবন কাঁদে   কি অমরা!
দেখিব তখন—সাজ সবে ত্বরা—
   কে কাঁদে বিবাদে ভুবন মাঝে!
ভারত সাজিবে   ভারত মাতিলে
কেবা রবে স্থির   বল না অখিলে?
মোহ বশে আজ   সকলি ভুলিলে?
   সকলি ডুবালে বিফল কাজে।

১৮

ধিক্ ভাই ধিক্   কি কব অধিক ;
কাটিছে জীবন   সহস্র বৃশ্চিক ;
অনন্ত এ জ্বালা   নহেক ক্ষণিক ।—
  এক হয়ে জ্বালা নিবাও সবে ।
কি লিখিব আর   কাঁদে রে হৃদয় !—
জানত সকলে   জান সমুদয়—
কাঁদিয়া সাধি হে   করিয়া বিনয়
  তোল হে ভারতে উৎসাহ রবে ।

১৯

একবার ভাই   মিলিয়া সবে
তোল হে "ভারত   উৎসাহ রবে ?
উৎসাহ সাহসে   ভাসায়ে প্রাণে,
চীৎকারে গাও হে   একই তানে ;—
জাগিল আজিকে   ভারতবাসী
নাশিয়া বিক্রমে   আলস্য রাশি "।
তা হলে তোদের   যাবৎ জীবন—
  কহিনু নিশ্চয় জানিবে সবে,
কভু না এমনে   অহে ভ্রাতৃগণ
  চোখের জলেতে ভাসিতে হবে ।

সোহাগ।

কে তুমি কি তুমি প্রিয়ে! কেমনে বলিব?
কেন এত ভাল বাসি কেমনে বুঝিব?
কেমনে বলিব বল   অই মুখ শতদল
দেখিতে বাসনা কেন হৃদয় ভিতরে?
কে তুমি কি তুমি প্রিয়ে! বলিব কি করে?

সংসারে প্রেয়সী শশী তোমার মতন
কিছু নাহি কোন স্থানে করি দরশন।
তুমিই তোমার সমা   রূপে গুণে নিরুপমা—
যা কিছু কৌশল আছে বিধির কৌশলে
সকলি তোমার অই বদন কমলে।

বদন কমলে কেন?—তা নয় তা নয়—
সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব গুণ তুমি সমুদয়।
তোমাতে না আছে যাহা   এ সংসারে নাহি তাহা—
বিধির ভাণ্ডারে নাই কল্পনা-কৌশলে—
বিধাতা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তুমি হে ভূতলে!

বাসব বাসনা শচী অনঙ্গ-যৌবনা
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা কবির কল্পনা।
তোমাতে নন্দন বন   তোমাতে সুধাংশু ঘন
কমল কহ্লার তুমি কুসুম মন্দার—
ভুবনে অতুল তুমি হীরকের হার!

তোমাতে বিরাজে শচী মেনকা উর্ব্বশী,—
রমণী-কুলের মণি অতুল রূপসী।
ও অঙ্গে বসন্ত রাজে,—অন্তরে হৃদয় মাঝে
সুরভি কুসুম-বন—অমৃতের খনি!
সরস সরসে ফুল্ল স্বর্ণ-সরোজিনী!

ও কণ্ঠে বীণার বাণী হাসিতে সুহাস—
চন্দন-বাসিত বায়ু তোমার নিশ্বাস।
ও রূপমাধুরী তব কিরূপ কেমনে কব!
দেবতা প্রেয়সী তুমি পবিত্রতাময়—
করুণা দাক্ষিণ্য দয়া তুমি সমুদয়!

সংসারে নাহিক কিছু তোমার সমান—
অসার সংসারে সব—সার তুমি প্রাণ।
তোমারে না হেরে প্রিয়ে যায় বুক বিদরিয়ে
জীব-সঞ্চারিণী রস তুমি হে আমার!
তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের আধার!

তোমার হাসিতে হাসি কাঁদাও কাঁদিয়া;
সুখের সাগরে ভাসি ওমুখ দেখিয়া।
বৃক্ষ লতা সমীরণ সাগর গগন বন
বিহঙ্গ মাতঙ্গ আদি জীব জন্তু সব
তোমার হাসিতে হাসে—নীরবে নীরব।

অক্ষয় উজ্জ্বল পূর্ণ অকলঙ্ক শশী
হৃদয়-আকাশে তুমি প্রেয়সী রূপসী।

কিরণ-কিরণ তুমি   আকাশ পাতাল তুমি
ও কিরণে আলো প্রিয়ে প্রেমের প্রতিমা !—
কে তুমি ? কি তুমি ? কত তোমার মহিমা !

বুঝাতে অক্ষম আমি—বুঝিতে অক্ষম !
অভিনব পারিজাত তুমি অনুপম !
তোমা বিনা এ সংসার   প্রাণপ্রিয়ে অন্ধকার !
ভীম মরুভূমি হায় করাল শ্মশান !
তুমি হে সংসারে সার কুসুম উদ্যান !

তুমি হে সঙ্গীত মূর্ত্তি সুরাগ রাগিণী !
সুধা তরঙ্গিণী ভব-তাপ-নিবারিণী।
তুমি প্রিয়ে মধুরতা,   শুষ্ক হৃদে স্বর্ণলতা
খেলিছ দুলিছ কভু হাসিয়া হাসিয়া
নাচিছ গাইছ সুখে পড়িছ ঢলিয়া !

গৌরব গরিমা কীর্ত্তি বাসনা আমার
সাধনের ধন তুমি জীবনের সার।
অসার সংসারে আসি   হতাশা সাগরে ভাসি
অতল সে নীরনিধি করিয়া মন্থন
পেয়েছি তোমারে,—তুমি অমূল্য রতন !

অমূল্য রতন তুমি যতন করিয়া
হৃদয়-পাষাণে প্রাণ রেখেছি খোদিয়া।
বিলুপ্ত হইলে বিশ্ব,   এ দেহ হইলে ভস্ম

উঠিবে না সেই রেখা জলিবে উজ্জ্বল—
ভব-মরুভূমে তুমি কনক কমল!

কেন যে তুমিই প্রিয়ে ভুবনমোহিনী—
কেন যে তোমাতে বাঁধা অয়ি সুহাসিনি—
কেন কাল কেশরাশি ও অধরে মৃদু হাসি
নবীন-নলিনী-নীল নয়ন যুগল—
কেন কেন, আদরিণি দেখিয়া পাগল?

অপার কেন যে এই ভালবাসা মম—
অপার অনন্ত, প্রিয়ে! পারাবার সম—
নিশ্চল গভীর অতি— স্থির ধীর তব প্রতি
কেন, সোহাগিনী, তুমি সংসার সম্বল—
না হে'রে তোমায় কেন হই হে পাগল?—

কি দিব উত্তর, এ কি রূপের মাধুরী?
নয়ন ভঙ্গিমা তব? অথবা চাতুরী?
তা নয় তা নয় প্রাণ তোমার নয়ন বাণ
মাধুরী চাতুরী কিম্বা বিফল সঙ্গীত
করে নি মোহিত মন জানিবে নিশ্চিত।

রূপেতে রূপসী আমি দেখি না তোমায়,—
রূপেতে অতুল বলে ভাবি না ধরায়
অসার সৌন্দর্য্য হায় ক্ষণেকে শুকায়ে যায়
গন্ধ না থাকিলে অই গোলাপ সুন্দরে
কে বল হৃদয়ে এত ধরিত আদরে?

গুণেতে বেঁধেছ প্রিয়ে আজকে আমায়—
গুণেতে অতুলা তুমি আজকে ধরায় !
সৌন্দর্য্য ক দিন রয় ?   সৌন্দর্য্য গরলময়
গর্ব্বেতে করেছে অন্ধ এ মম নয়ন—
গর্ব্বেতে করেছে আজ আমারে বঞ্চন।

সেই ভাল বাসা তব পবিত্র নির্ম্মল—
সেই তব ভাল বাসা করেছে পাগল।
পবিত্র প্রেমের খনি   তুমি হে রমণীমণি !—
সরলতা ভাব তব পবিত্র হৃদয়—
তাই ভাবি মনে এত আনন্দ উদয়।

তাই এত ভাল বাসি প্রাণের সহিতে—
তাই, শশিমুখি সাধ তোমারে দেখিতে !—
শৈশব হইতে তাই   তোমারে দেখিতে চাই—
সরলে সরলে প্রিয়ে সরলতা মনে
দুজনে হয়েছি বদ্ধ সুদৃঢ় বন্ধনে।

আমার এ ভাল বাসা হতে সুধাধার
আজকে গভীর সিন্ধু অনন্ত অপার !
সে সুখের শিশুকালে   দু জনে যে তালে তালে
নাচিতাম গাইতাম খেলিতাম যত—
দুজনে দুজনে ভাল বাসিতাম কত !

হবে না বিচ্ছেদ কভু জীবনে মরণে—
ভুলিব না তোমে তোমা মরণে জীবনে !

প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়াছি, মনে মনে মিশিয়াছি
এস আজ মিশে যাই শরীরে শরীরে—
এস হে তোমায় ধরি হৃদয় মন্দিরে।

শিবের রুদ্রমূর্ত্তি।

দেখাব ভবানি! যদ্যপি তোমার
দেখিতে বাসনা সে রূপ আমার
যেরূপ ধরিয়া দুরন্ত আহবে
দলিনু প্রচণ্ড ত্রিপুর দানবে!—
বলিতে বলিতে সঘনে ত্র্যম্বক
থর থর করি লাগিলা কাঁপিতে;
ধক্ ধক্ ধক্ প্রলয় পাবক
জ্বালায়ে জগৎ লাগিল জ্বলিতে
গণ্ড ওষ্ঠ অক্ষ ললাটে নয়নে!—
জড়িত হিমাদ্রি কাল হুতাশনে।
উর্দ্ধ মুখ জটা জুট কেশ দল,
অগ্নিশিখা রূপে চুমে নভস্থল!
কল কল নাদে সুরধুনী নীর
উঠিল প্রলয়ে গরজি গভীর!
ঘন ঘন ঘন অম্বর মন্থন—
কম্পনে কম্পনে নিনাদ ভীষণ!

অদ্ভুত প্রভাবে ভাতিত শঙ্কর ;
করাল বদন ভাস্বর ভাস্কর ।
গম্ভীর গর্জ্জন গম্ভীর তর্জ্জন ;—
অকালে বুঝি বা মজিল ভুবন !
কোটি বজ্র নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার
কহিলা তখন বিদারি সংসার ;—
"বর্ম্ম চর্ম্ম বাণ অসি খরশান
আন্ আন্ ত্বরা সে মম বিষাণ ;
আন্ পাশুপত আন্ সেই শূল ;
সাজ সাজ ত্বরা অরে ভূতকুল !
নাচ রুদ্র তালে হাস্ অট্ট হাসি,
শত সৌদামিনী-স্বরূপ প্রকাশি ।
বাজা ভীম শৃঙ্গ ; বাজাইয়া গাল
গাও ভীম গীত ধ্রুপদ চৌতাল ।
আয় আয় সবে সমরে সাজিব—
সমরে সাজিব দানবে নাশিব ।"
বলি শূলপাণি ছাড়িলা হুঙ্কার ;
সিন্ধু শৈল ব্যোম হইল বিদার ।
ফণী ফণা ধরি গরজি উঠিল—
ফোঁস্ ফোঁস্ রবে ভুবন ভরিল ।
চারি দিক হতে আপনা আপনি
বাজিল বাজনা করি ঘোর ধ্বনি ।
ভূত প্রেত দানা বেতাল ভৈরব

চারিদিক হতে করে ভীম রব।
কেহ নাচে রঙ্গে কেহ করে গীত—
পদ ভরে ঘন মেদিনী কম্পিত!
ঘোর নাদ ছাড়ি মেঘ দিগম্বর
ছড়ায়ে কালাগ্নি উঠিলা অম্বর।
আয় আয় আয় ধর্ ধর্ ধর্
করি ভূত প্রেত ছুটিল সত্বর।
হর হর শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন!
গর্জ্জে শৃঙ্গ কোপে বিষাণ ভীষণ!
চারি দিক হতে ছুটিল দামিনী!—
অকাল প্রলয়ে চকিত মেদিনী!
পর্ব্বত পাহাড় বন ধরাতল
কিছু নহে স্থির—কাঁপে টল টল।
সোম সূর্য্য আদি গ্রহগণ তারা
ছুটিল চৌদিকে হয়ে বর্ত্মহারা
উদ্গীরিয়া বহ্নি-রাশি ঘোর রাবে
ডুবাতে প্রলয়ে অতি ভীম ভাবে।
ঠকাঠক্ অস্থি নির্ঘোষ ভীষণ
গ্রহে গ্রহে কত হতেছে ঘর্ষণ!
দাপটে ঝাপটে ভীম প্রভঞ্জন
উৎপাটিয়া সর্ব্ব ধাবিল তখন,
মড় মড় মড়ে তরুগণ পড়ে;
মূল সহ এই ভূমণ্ডল নড়ে!

পাষাণে পাষাণে ঘর্ষিত হইয়া
উঠিছে অনল নয়ন ধাঁধিয়া।
সন্তাড়িত সিন্ধু—কিবা ভীম তায়!
উঠিল কল্লোলি, ছাড়ি ভীম রাব!
তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গ আছাড়ে
ছুটিছে সদর্পে ভৈরব আকারে—
অকাল প্রলয়ে গ্রাসিতে সংসারে!
নিমগ্ন পাহাড়ে কখন বাধিয়া
অতল সলিল ঘূর্ণিত করিয়া
আরক্ত লোচনে আরক্ত আননে
মত্ত বেশে ছুটে চপলা চরণে;
সচল অচল রূপে কভু হায়
গগন চুম্বিতে দ্রুত পদে ধায়!
কখন অতল পাতালে মগন
বিস্তারিত করি বিকট বদন।
হুঙ্কার ঝঙ্কার ছাড়িয়া অনল
গর্জ্জি তর্জ্জি ঘোর করে কোলাহল!
মৎস্য কূর্ম্ম অশ্ব মকর কুম্ভীর
চতুর্দ্দিকে ধায় গরজি গভীর।
নীরব প্রকৃতি!—নীরব ভীষণ!
না পড়ে নিশ্বাস—না বহে পবন:
দেখিতে দেখিতে জলদ মণ্ডল
আঁধার করিয়া গগন ভূতল,

দ্রুত পদে আসি হুঙ্কারি ঝড়
ঘেরিল সকলি বিক্রম প্রচারি
কুঞ্জ পুঞ্জ শৈল নদ নদী বন
হইল সকলি তিমিরে মগন!
কিছু নাহি দেখি শুধু তমোজাল—
বিশ্বের শৈশব স্বভাব করাল!
ওই শুন ওই নাদিল নীরদ—
ওই দেখ ওই ছুটে ইরম্মদ!
পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
উদ্গীরণ করি জলন্ত পাবকে,
দ্রব পদে নাচি অট্ট অট্ট হাসি,
মত্ত বারিদের গায় ভাসি ভাসি,
কভু শৃঙ্গে শৃঙ্গে কভু শূন্যান্তরে
ছুটে সৌদামিনী ভীম রূপ ধরে!
প্রমত্ত মন্দ্রোলি কড় কড় কড়ে
পর্ব্বতে পাহাড়ে আছাড়িয়া পড়ে।
ঝর ঝর ঝম তড় বড় তড়ে
করকা সহিত বারি ধারা পড়ে—
দুরন্ত জলন্ত অনল তরল—
ভস্মীভূত বুঝি হল ভূমণ্ডল!
হের হের হের একি রে আবার
দেব দৈত্যে যুদ্ধ—হুঙ্কার ঝঙ্কার!
প্রলয়ে যেমতি মধ্যাহ্ন ভাস্কর

ভীষণ আকৃতি প্রদীপ্ত প্রখর—
সঞ্চারিত হায় যায় প্রলয় শক্তি
রুদ্র রূপে আই দেব রুদ্র শক্তি
নাড়ি তীব্র শূল বম বম বম
ছুটিছেন তথা আতঙ্ক নয়ন ।
কখন হুঙ্কার কখন ঝঙ্কার,
সমগ্র মেদিনী হতেছে বিদার !
শত শত দৈত্য হতেছে নিধন,
উচ্চ আর্ত্ত স্বরে আকুল ভুবন ।
ভূত প্রেত দানা হর হর হর
শব্দে স্তব্ধীভূত করি চরাচর,
রুধির মাখিয়া, রুধিরে ভাসিয়া,
মহানন্দ ভরে বেড়ায় নাচিয়া ।
বম বম বম ঘোর শব্দ মুখে
শিখিছে শোণিত-ধারায় কৌতুকে ।—
মহা মত্ত আজ দেব ব্যোমকেশ ।
ভীত সুরাসুর দেখি রুদ্র-বেশ ।
চতুর্দ্দিকে বন জ্বলে দাবানল !—
থর থরে এই ভুবন চঞ্চল ।
দেবী কাত্যায়নী অতি হরষিত,
ঋষি-যক্ষ-গণ হইল তাড়িত !—
কোথা সেই রূপ বিশ্ব-বিমোহিনী !
হের হের মূর্ত্তি বিশ্ব-বিনাশিনী !

করে দোলে কাল অসি খর
ঘন ঘন মুখে রব হান হান ।
ললিত কপালে জ্বলে হুতাশন !
তাম্র রূপে জ্বলে ভীম ত্রিনয়ন
মুণ্ড মালা গলে, মুণ্ডের কুণ্ডল,
এলায়িত কেশ করে ঝলমল ;
উন্মাদিনী হায় মুখে অট্ট হাস
এক কালে শত বিদ্যুৎ বিকাশ,
স্ফুরণে রুধির ধারা বিগলিত
দেখি ভয় হয় ভয়েতে চকিত ।
ছুটিলা জননী করি মার মার ।
ছুটিলা প্রেতিনী সঙ্কেতে তাঁহার ।
কোলাহলে পূর্ণ হইল সকলি ।
চারি দিকে হেরি ভৈরবী কেবলি ।
যথা ভূতনাথ নিমগ্ন সমরে
কালবেশে কালী চলিলা সত্বরে ।
হের হের অহে ভাবুক নিকর
মনে মনে আঁকি সে রূপ সুন্দর—
আঁকি রণস্থল, আঁকি দৈত্য দল
শিব শিবানীরে, পিশাচ সকল—
কি সাজে সেজেছে জননী জনক
হের হের সব, ঘুচিবে পাতক ।
ধরি ধরি দৈত্য বিদারিলা বুকে

রক্ত ধারা পান করিছে কৌতুকে !
কিবা নৃত্য গীত—বাদ্য বাজনার !
শুনে হয় শুনে জীবন সঞ্চার !
দনুজ দলনী হের রূপ যার !
করতলে খাঁড়া করাল আকার !
আজি কিবা মরি সুখের দিবস—
সমুদিত বিধু পূর্ণ মধু রস !

যমুনাতটে ।

১

যমুনার কাল জল নাচিতে নাচিতে
দেখিনু ছুটিছে দ্রুত হাসিতে হাসিতে
করি রঙ্গ মন সাধে,   প্রেমিকে ফেলিয়া কাঁদে
ভাগীরথী কোলে স্রোত দোলাইতে চলিতে !
উদিত নবীন রবি   ধরিয়া নবীন ছবি—
তরুণ রূপের ছটা ঢল ঢল করিছে ;
কি মরি সে রূপ কান্তি !   হৃদয়ে উপজে ভ্রান্তি,—
তরল তপন হতে রূপ ধারা ঝরিছে !
কাল জলে ভাসি ভাসি   ছড়ায়ে লাবণ্যরাশি
হাসিমাখা মুখে মরি জন-মন হরিছে !
কেমন রবিরছবি যমুনায় খেলিছে !

২

মন্দ মন্দ গন্ধবহ পুষ্পরেণু উড়ায়ে,
হাসিতে মাখায়ে হাসি সুধাধারা ছড়ায়ে,
ফুলকুলে নাচাইয়া, লতাপাতা কাঁপাইয়া,
কুঞ্জবন হাসাইয়া মৃদুরবে বহিল।
কালিন্দীর কাল জলে আমরি কি কুতূহলে
মিহির-মণির ছটা ঝলমল করিল!
তরঙ্গে মিশায়ে অঙ্গ তালে তালে নাচিল।

৩

কালিন্দীর কাল জলে কিবা শোভা হইল!—
নবঘনদলে নব সৌদামিনী হাসিল!
লতা পাতা তরুদল, সব হল সচঞ্চল,
এঁকে বেঁকে থেকে থেকে ধীরে ধীরে কাঁপিল
হলে পর হিমালয় সেও হেতা হত লয়
আমরি কালিন্দী কিবা গঙ্গা জলে মিশিল!—
ধবলার অঙ্গে যেন মসি রেখা আঁকিল?

৪

গিরীশের কাঞ্চন সমুন্নত আননে
ভীম শৃঙ্গ ছুটিতেছে চুম্বিবারে গগনে!
ভীষণ গম্ভীর বেশ—উচ্চ জটা ব্যোমকেশ
নিমগ্ন গভীর তপে। সেও আজ কাঁপিল!
জগতের প্রতিবিম্ব অশ্রুরাশি কাঁপিল!

দেখিয়া কেহ না দেখে   দেখিয়া কেহ না দেখে
না দেখিয়া কেহ কিংবা মনে মনে শিখিল—
যমুনার কাল জল কত খেলা খেলিল !

৫

দেখিতে দেখিতে ভানু অস্তগত হইল ;
হাসি হাসি সুধাংশু শশধর উঠিল।
আমরি কি রূপরাশি !   সকলি আকুল হাসি—
রসবতী বসুমতী খল খল হাসিল !
রজতের শুভ্র স্রোতে জল স্থল ভাসিল !
সৌরভিত পুষ্পোদ্যানে   পুষ্পরাজি চন্দ্রাননে—
হাসাইয়া জল স্থল কিবা মরি ফুটিল !
হেসে দশ দিগ মন   ঢল ঢল সুধারস
সুধারসভারবাহী সমীরণ ছুটিল !—
গুঞ্জরবে অলিপুঞ্জ দিবা ভ্রমে ছুটিল !

৬

সাগর অবধি মহী শ্বেতাম্বর পরিল !
একাকার ত্রিসংসার ! মম মন হরিল।
শুভ্র জল, শুভ্র স্থল,   ফল ফুল তরুদল ;
শুভ্রতর নীলাম্বর !—রজনীর কোলেতে
নব শিশু শুভ্রমুখ   হৃদয়ে উথলে সুখ—
ভাসে যথা হেরি মাতা সুখসিন্ধু জলেতে !
ভেসেছে সকলি শুভ্র-সুখ-সুধা-রসেতে।

৭

হায় পূর্ব্ব কথা সব আজি মনে পড়িল!
সুখের সাগরে অই বাড়বাগ্নি জ্বলিল!
চলিয়াছ চল চল হে যমুনে! বল বল
সে যমুনা তুমি কি গো, যার কাল জলেতে
ভাসিত রাধিকা শ্যাম পূত প্রেম রসেতে?
ফুটিত কনক পদ্ম বিমল পিযূষ সদ্ম
মধুগন্ধে আনন্দিত হত সব ধরণী,—
যমুনে! তুমি কি সেই নবঘনবরণী?
যমুনে! তুমি কি সেই মৃদুকলনাদিনী!
কোথা সে গোপের বালা প্রফুল্ল ফুলের ডালা!
অধরে মোহন বাঁশী, বল, ভানুনন্দিনি,
কোথা রাধা-মনোহর পরম পুরুষবর?
কোথা সে পবিত্র প্রেম? সুবর্ণের নলিনী?
সেই নৃত্য সেই গীত, সে বাজনা সুললিত—
কোথা সেই মহোৎসব—তপনের গরিমা?
ও পবিত্র তব নীর, সত্য কি গো কাল চির?
কিংবা ভেবে ভেবে মনে পড়েছে কালিমা?
কালিমা হৃদয়ে যার কিসে হাসি হবে তার?
পশিলে কুসুমে কীট সে কুসুম ফুটে না!
হতাশার চিত্রপটে ইন্দ্রধনু উঠে না!

৮

কাল স্বচ্ছ জল তব তপন-তনয়ে!
নহে কভু, পড়িয়াছে কালিমা হৃদয়ে।

উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাস　　অতৃপ্ত প্রশ্বাস শ্বাস
　　হৃদয় দংশক জ্বালা-স্ফুলিঙ্গের আবলী।
তোমার এ হাসি নয়,　　শশী কি উদয় হয়
　　অমানিশা আকাশেতে ? তুমিই সে কেবলি
বাহিরে শীতল হয়ে　　অন্তরে গরল বয়ে
　　গুমরে গুমরে সদা জ্বলিতেছ দহনে।
তা নয় তা নয় নয়　　অচল সচল হয়
　　কাঁদিতেছে পুড়িতেছে সদা মন বেদনে।
কাঁদিব না কিন্তু আর　　আজিকে পেয়েছি সার
　　তব তটস্থিত যথা তরু লতা বল্লরী ;—
বায়ু বিলোড়িত জলে　　উত্তাল তরঙ্গ দলে
　　হয় বটে লণ্ড ভণ্ড,—ভূধর কি নগরী,—
সেই ধ্বংসে ধ্বংস নয়　　ধ্বংস সেই সমুদয় ;
　　কাঁপে বটে প্রভাকর—প্রতিবিম্ব কেবলি।
সেই মত আজ সতি !　　তরঙ্গিত বসুমতী
　　নীরবিলে বায়ুবেগ হাসিবেক সকলি।—
　　ফুটিবে তোমার নীরে সরসিজ আবলী।

৯

　　কুলু কুলু রব করি প্রবাহিনী চলিল।
সেই স্বচ্ছ নীরে কিবা　　চঞ্চল বিজলী বিভা
　　সুবর্ণ রজতী কোলে কুমুদিনী দুলিল!
নিশা হল অবসান　　বিহঙ্গ ধরিল গান
　　শীতল প্রভাত-বায়ু মৃদু মৃদু বহিল।

পূর্ব্বাম্বরে কেবা আসি   ঢেলে দিল হাসি রাশি
আমরি কি রূপ-ছটা! বসুমাতা জাগিল!
অতি রমণীর বেশ   কুসুমে সজ্জিত কেশ—
সুধাময়ী উষাদেবী হাসি উঁকি মারিল!
আমরি এ কারু কার্য্য   অতুলনা—অত্যাশ্চর্য্য
প্রসন্ন সহাস্য আস্য পুনঃ রবি উদিল!
আদরে জগত জন নব রসে মাতিল।

১০

অয়ি উষা সুহাসিনি! অমৃতের আসারে
হাসি যথা মৃদু মৃদু ভাসাইলে সবারে;
শীতল শিশির জলে   জুড়াইলে ধরাতলে
সঞ্জীবিলে সমুদায় পুনঃ নব জীবনে;
এ হৃদয় কবে বল   হাসাইবে? মনানল
জুড়াইবে—পার কিগো—মধু রস মিলনে?
হে রবি! উঠিলে ভাল   মাখিয়া কিরণ জাল
• কবে হে উঠিবে হাসি এ হৃদয় গগনে;
ফুটিবে পরম পদ্ম দেখে তব বদনে!

সিন্ধুগর্জ্জন।

১

তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত অদূরে সাগরে—
ঘন ভীম ঘোর শব্দ—শুনিয়া অন্তরে
কি ভাবে গভীর ভাব হয় আসি আবির্ভাব
কিবা সে গভীর ভাব—কল্পনে সুন্দরি
কৃপানিধি প্রকাশিয়া বল কৃপা করি।
কি মোহন গুণ তার যাহে হৃদয়ের তার
যেন দৈবশক্তি বলে উঠে গো নাচিয়া।
সলিলে অনলরাশি সে অনল ভালবাসি
কেন ভাল বাসি কিছু না পাই ভাবিয়া।
জলেতে অনল কেন?— কোথা অপরূপ হেন
এ মোহন গুণ কেন সে দীপ্ত অনলে?
এ কথা শুধাব কারে? কে বুঝাইয়া দিতে পারে?
এত যে আনন্দ কেন সে তরঙ্গদলে
উন্মত্ত উল্লাস বেশে করি নৃত্য অট্ট হেসে
ছুটিতে দেখিয়া অই জলধির জলে।—
কে বুঝাইয়া দিবে কেন হৃদয় উছলে?

২

অনন্ত অর্ণব নব নীরদ বরণ
অপূর্ব্ব মেখলা বেশে ত্রৈলোক্যের কটিদেশে
করিতেছ কত খেলা করিয়া বেষ্টন।

তব হাসি তব রঙ্গ   তব নৃত্য হে তরঙ্গ
নহেক হৃদয় যার সাগর সমান
সে জন বুঝিবে কিসে?   কি গুণ ভুজঙ্গ বিষে
তত্ত্ববিদ্ বিনে কেবা পায় সে সন্ধান?
শ্যামের বাঁশরী গান   হরে রাধিকার প্রাণ
কি গুণ মেঘের রবে বুঝে সে দামিনী।
গগনে উঠিলে রবি,   ধরিয়া নবীন ছবি—
কি গুণ সে রূপে আছে বুঝে সে নলিনী;—
কি গুণ সে কাল রূপে বুঝে চাতকিনী!

৩

হে অম্বুধি! আছাড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গ
ঘুরি ঘন আবর্তনে করিয়া সুরঙ্গ
নাচিতে নাচিতে চল—   নাচুক তরঙ্গ দল
অনন্ত সুনীল জল হোক আন্দোলিত।
বেহাগে তান তুলি   গাও তুমি মন খুলি
কর তুমি সেই নৃত্য—গাও সেই গীত;
প্রচেতা আকর্ষি পাশ   কটিতটে চন্দ্র হাস
উত্তাল তরঙ্গ দলে করি আরোহণ
যবে প্রভঞ্জন সনে   মত্ত হন ভীম রণে
মাতাও তখন তুমি যে গানে ভুবন
হিল্লোলে হিল্লোলে খেলি   তরঙ্গে তরঙ্গে খেলি
যে গান হৃদয়ে পশি হৃদয় কন্দরে
প্রজ্বলিত হুতাশন বিজলিত করে!

শুনে যে গভীর গান জড়েতে জনমে প্রাণ
ক্ষণ মাঝে মরুগিরি, পাষাণ ফুটিয়া
তীর সম অগ্নিরাশি ভেদেছে বিদ্যুৎ নাশি
চমকি ত্রিলোক যায় গরজি ছুটিয়া ।
সেই রূপ মনোহর ধর তুমি রত্নাকর
রাশি বাড়বাগ্নি রাশি—নিমগ্ন পাহাড়ে
বাঁধিয়া তরঙ্গ-রজ্জু কূলেতে আছাড়ে,
তাহার দুর্জ্জয় নক্র মকর ভীষণ চক্র
তার সঙ্গে মহারঙ্গে ছাড়ুক গর্জ্জন,—
হে সিন্ধো ! প্রতাপ তব কর প্রদর্শন ।

৪

কোটি বজ্রনাদসম গম্ভীর গর্জ্জন
অদূরে থাকিয়া করি যখন শ্রবণ,
হে সিন্ধো ! আনন্দভরে এই প্রাণ নৃত্য করে ;—
কত যে ভাবের খেলা তরঙ্গাভিঘাত !
আপনারে ভুলে যাই কিছু না দেখিতে পাই
এ জড় জগৎ আমি ভুলি তার সাথ ।
কেবল হৃদয়ে হেরি গভীর তরঙ্গে ঘেরি
ঘুরিছে গভীর সিন্ধু গম্ভীর নিনাদে
নাচাইয়া মন প্রাণ জড়েতে চেতনা দান
জাগাতেছে মাত্র করি প্রবোধ প্রবাদে !
রাশি রাশি নীল বর্ণ করিতেছে টল টল
অনন্ত আধার রাশি—কি রূপ গম্ভীর !

প্রকাণ্ড অর্ণবযান হইয়া ঘূর্ণায়মান
তৃণসম ডুবিতেছে—চূর্ণিত শরীর!
বিচলিত গিরিবর সচঞ্চল চরাচর
গগনে নক্ষত্রপুঞ্জ চন্দ্রমা ভাস্কর
শত খণ্ডে চূর্ণ হয়ে কাঁপে থর থর।
হেরে সে অপূর্ব্ব ভাব কত ভাব আবির্ভাব
হায় এ হৃদয়ে তাহা বুঝে কোন্ জন?
হে সিন্ধো! কল্লোলি চল কাঁপায়ে ভুবন!

৫

হে সিন্ধো! কল্লোলি চল কাঁপায়ে ভুবন!
কি মধুর তব গান! হায় আজি মন প্রাণ
আনন্দ-তরঙ্গাঘাতে নাচিল কেমন!
বড় আমি ভালবাসি ওহে নীল জলরাশি
তব পাগলের বেশ! আনন্দে দুবেলা
তাই তব কূলে আসি আনন্দে তটেতে বসি
বাসনা মিটায়ে দেখি তরঙ্গের খেলা।
মনুষ্য হৃদয় হায় সঙ্কীর্ণ কূপের প্রায়
যে বলে সে অর্ব্বাচীন! বিস্তারি নয়ন
অন্তর-অন্তরে পশি স্থির চিত্তে দেখ বসি
অনন্ত অতল এই মনুষ্য জীবন!
কি তরঙ্গ অভিঘাত——কত ঘাত প্রতিঘাত
গভীর নির্ঘোষ কত আবর্ত্ত গভীর

কত যে চিন্তার মেলা—— কত যে ভাবের খেলা
কত চিত্র সুবিচিত্র আলেখ্য মহীর !
মনুষ্য প্রকাণ্ড প্রাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমানী
অনন্ত হৃদয়ে তার ত্রৈলোক্যমণ্ডল ।
তাহাতে গম্ভীর সিন্ধু তপন তারকা ইন্দু
মরুভূমি — রাজধানী — অটবী — অচল ।
মনুষ্য মাটির নয় — আবরণ মাটিময়
অপূর্ব্ব সে জ্যোতির্ম্ময় অন্তর তাহার ।
মনুষ্য নশ্বর নয় — মরণে না ধ্বংস হয়
অবিনাশী আত্মা দিব্য আলোক আধার !
নবীন নবনী আশে যখন যশোদা পাশে
হাঁ করিলা রাধানাথ যশোদানন্দন —
কি দেখিলা মাতা তার বদনে তখন !

৬

হে সিন্ধো ! তোমায় তাই এত ভালবাসি ।
তাই এত প্রিয় মম নীল জলরাশি !
দেখি ও গম্ভীর মূর্ত্তি কত যে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি
ওজস্বিতা তেজস্বিতা স্বাধীন কল্পনা
চিত্তমধ্যে সঞ্চারিত — মনপ্রাণ সঞ্চালিত !
পাসরি ও রূপ হেরে মনের বেদনা !
দেখি তব মত্ত ভাব মনমধ্যে আবির্ভাব
হয় সে পূর্ব্বের কথা — মনুজ নিধন !

পার্থে হেরি দৃষ্টিপথে আরোহি বাসব-রথে
নিবাতকবচ সনে সমরে গমন
তোমার গভীর গর্ভে! দেখি দেবসেনা সর্গে
ভারতের রণপর্ব্বে—ইন্দ্রনিকেতন!
রণোন্মত্ত দেবদল— ধনঞ্জয় মহাবল
সেনাপতি শস্ত্রপাণি—গাণ্ডীব ভীষণ!
ঘন ভীম ঘোর শব্দ ভয়ে চরাচর স্তব্ধ
হেরি সে দনুজধ্বংস—কোদণ্ডনিস্বন!
অমনি স্মরণ হয়, পূর্ব্বের ঘটনাচয়—
অমনি প্রত্যক্ষপটে দেখি সমুদয়
দিলীপনন্দন রঘু রণদিগ্বিজয়!

৭

তাই নীল নীরনিধি! অনন্ত অম্বরে
ঘন মেঘোদয় দেখি আকুল অন্তরে!
সে ত প্রতিবিম্ব তব— তব ছায়া হে অর্ণব!
গুরু গুরু ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জন
তাই এত ভাল বাসি! সেই কাল রূপরাশি
কি মোহিনী শক্তিবলে এ জড় জীবন
সঞ্চালিত সন্তাড়িত করে কত উত্তেজিত
বাসনা মিশিয়া যাই সে মেঘের সনে।
শোণিত হৃদয় প্রাণ ইরম্মদ করে দান
অসাড় এ জড় প্রাণে! কড় কড় স্বনে

বজ্র যবে ছুটে যায়　　এ প্রাণ ছুটিতে চায় ;
　এক মনে দেখি তাই দামিনী বিলাস !
তাহারে পরিয়া গলে　　করি নৃত্য কুতূহলে
　ছুটিতে তাহার মত তাই অভিলাষ !
　তাই এত প্রিয় মম মেঘের সঞ্চার ।

৮

　হে সিন্ধো ! কল্লোলি চল আবর্ত্তে ঘুরিয়া
　গম্ভীর মধুর রবে ভুবন পূরিয়া ।
বিশ্রামে কি কায বল,　　হে অর্ণব ! চল চল
　উঠাও তরঙ্গলীলা হৃদয় ভিতরে
অনন্ত ভাবেতে আসি　　সে মধুর হাস হাসি
　হাসাও ভাসাও এই জীবন প্রান্তরে ।
করি পুন সংস্কার　　বাজাও হৃদয় তার—
　তব সঙ্গে মনোরঙ্গে নাচুক এ প্রাণ
হে অর্ণব ! চল চল　　তব সঙ্গে চলাচল
　চলুক আবর্ত্তে ঘুরি করি ঘোর গান ।
হৃদয় সাগরে মম　　সেইরূপ হুতাশন
　প্রজ্বলিত কর, সিন্ধো ! ছাড়িয়া গর্জ্জন
　জ্বলুক সে বাড়বাগ্নি দেখুক ভুবন ।

ভাগীরথী তটে।

১

গম্ভীর নিশীথ কাল নীরব অবনি।
মৃদু কল কল রবে পতিত-পাবনী
চলিছেন ধীরে ধীরে;—একদা তাঁহার তীরে
ভাবিতেছি বসে কত; পবনের ভরে
তরল জলের খেলা, চপল লহরী মেলা,
চাঁদের চিকণ আভা বুকের উপরে—
তড়িৎ কাঁপনি প্রায়, নাচিছে সুরাগে তায়
গম্ভীর ভাবের ঘটা ছটা নিরমল
কত যে মাখান তাতে,—বন, লতা, গিরি যাতে
কাঁপিছে, ভাসিছে উঠি সতত কেবল—
বুঝিতে কি সবে পারে? সেই ভাব পারাবারে
ডুবিলাম একেবারে ভুলিয়া আপনা!
ভুলিলাম ভব ধাম, কোথা আছি ভুলিলাম;
ভুলিলাম হৃদয়ের সকল যাতনা।

২

শীতল সমীর ভরে সলিল কাঁপিল;
জোছনার রূপরাশি—মাখিয়া চাঁদের হাসি
হৃদয়ে মাধুরী ধরি লহরী মাতিল;
ভাগীরথী জল চল ছিল স্থির—নিরমল;
নিরমল শশী তায় ছিল শোভা করে;

বিবিধ বিটপী,—শাল, খেজুর তেঁতুল তাল
বকুল কদম, আম, জাম থরে থরে;
নিথর নিচল রূপে, যেন ভাব কূপে—
তারাও আপনা ভুলে দাঁড়াইয়া ছিল,—
তারাও অমনি সব কাঁদিয়া উঠিল!

৩

কাঁদিল নদীর জল—তারাও কাঁদিল;
তার সনে কেন মম মনও নাচিল?
হৃদয়ের তারগুলি তালে তালে খেলি দুলি
দুলি দুলি উঠি কিবা কাঁদিতে লাগিল।
আকাশে কাঁদিল তারা শশী আর ছিল যারা
কূলেতে কাঁদিল তরু—পাথরের গিরি।
আমারো জীবন মন কাঁদিল সে কি কারণ?
কে বাঁধিল এক ভাবে সবে দৃঢ় করি?
তরল সলিল আর অটল অচলে
কিবা ভেদ—কে আমারে দিবে আজ ব'লে?
ভাবিলাম এই ক্ষণ—দীন দুঃখী—ধনী জন
টানিলে একটী ডোর সবে পড়ে টান।
তবে কেন পেয়ে ধন, পরি চারু আভরণ।—
অবোধ ভাবেতে ভোর করে অভিমান?
দেহ যার বশ নয়,—অবশ বাসনাচয়
এই আছে এই নাই জীবন যাহার;

ভুলিয়া বিজয়বলে   মাতিয়া মাদক রসে
বৃথা লোক ভুজ বলে ভুলিয়া অসার
চরাচর হেরি সরা   ডুবাইতে চায় ধরা
যশের আশায় ভাসি সমর-সাগরে!
অকালে বিনাশে হেলে সুজন-নিকরে।
পুরাতন বীর বলি   হায়, কোথা গেছে চলি
জান তুমি হে মানব! ক জনের নাম?
পিরামিড নিরমিল   বেদচয় কে রচিল—
যশোধন যশ কিবা কোথা যশোধাম?
ভাবনা—যাতনা সার—আশা-পরিণাম!

৪

আকুল করিল মন কুল কুল নাদ—
করয় জলধি জলে তুমুল বিবাদ!—
তেমন দেখিনি কেউ   উঠে শৈলসম
ঘুরিল—আছাড়ি কূলে উঠিল পড়িল,
বাড়ব অনল তায়—ধপ্ ধপ্ শোভা পায়
আধ নিমীলিত চখে ধূম বাহিরিল।
কি করিব করতলে,   মুছিয়া নয়ন জলে
এক ভাবে চেয়ে আছি ছবিটি যেমন
ভাগীরথী পানে চাই,—একিরে!—দেখিতে পাই
তটিনীর নীররাশি কাঁপিল সঘন
বিনা বাতে! তাতে কত   হীরা মতি মরকত—
নিরমল ভাতি রাতি সতীরে সাজায়ে

মধুর-মাধুরী-বাণে   জলময় এককালে
করিল গগনে চারু চাঁদেরে হারায়ে !—
রূপের পসরা নিশি রাখিল এখানে !

৫

ঘুরিল অগাধ জল—উঠিল লহরী
ভাসিল মকর, মাছ—রোহিত সফরী।
নিথর আমার মন— তরু, লতা, নাহি রব,
দেখিতে দেখিতে সেই সলিল বিদারি ;
হাসি হাসি শশীমুখ,   উথলে পড়িছে সুখ
উছল্ নাচিছে বুক—সুরূপসী নারী
বাহিরিল ধীরি ধীরি,   রাজরাণী সাজ পরি—
মাণিক মুকুতা হীরা মণি মরকত,
দুলিছে দুলিছে তায়,   কোটি শশী শোভা পায়
সোণার শরীরে, বাস ফুটি অবিরত
মাধুরী পড়িছে ফুটি,   অলিচয় পায় লুটি
পরিমল আশে উড়ে গুন্ গুন্ করি ;
রবিছবি মাখা চারু   জড়িত কৌশল-কারু,
মণির মুকুট শোভে মাথার উপরি।
হাসিতে হাসিতে বালা   উঠাতে কুসুম ডালা
জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিলা,—
আমার সমুখে আসি মধুর হাসিলা ?

৬

"কে গো তুমি কহ দেবি ? বরুণ-রমণী ?
পতিত-পাবনী কিবা জগত-জননী ?
হেরি কিবা অপরূপ   কিরূপ তোমার রূপ !
আঁধার নয়নে আজ সকলি আঁধার ;
নদ নদী গিরি বন,   মহারাজ নিকেতন
নর নারী পশু পাখী দিতেছে সাঁতার
মলিন বদনে মনে,   আঁখি নীরে ; ঘনে ঘনে
শোকের সাগর জলে উঠিছে উছলি ;
কি কারণে হাসি ছলে   তুমি গো পড়িছ ঢলে
ভারত বিধবা, চিত্ত আঁধার কেবলি
সেখানে হে দেবি ! কেন খেলিল বিজলী ?

৭

জননী কখন দেবি ! হাসিবে আবার !
হাসিব আমরা ; ঘোর হৃদয় আঁধার
রবির উদয় হেরি   পলাবে, অখিল ঘেরি
বিমল সুখের হাসি ছলে নিরমল,
প্রণয়-পয়োধি-জলে   নাচাবে লহরী দলে
মানস-সরসে যথা কনক-কমল
শোভিবে হৃদয়ে সুধা করি ঝলমল ?
বৃথা বেশ বৃথা হাসি,   বৃথা ভাব পরকাশি
সাজে না এ সাজ দেবি, কেন উপহাস ?

হাসিবে না আর কেহ   পুড়িছে সবার দেহ —
পুড়িছে হৃদয় মন ; সদা উপবাস !”

৮

হাসিলা শুনিয়া মৃদু ভুবন-মোহিনী
খেলিল অধরে চারু শীতল দামিনী ।
কপোলে নয়নে ভালে   অপরূপ রূপ জ্বলে
শোভিল উরসে কত শোভা অনুপম !
নিমেষ নীরব থাকি —   শচির সে পোষা পাখী —
পারিজাতে বাসা যার — কাকলীর সম,—
“যা বলিলি রে তনয়   জানিত রে সমুদয়
সুখের সদন হায় ! আজ মরুভূমি ! —
তথাপি বচন ধর,   পরিতাপ পরিহর
কর না রোদন আর মনোখেদে তুমি ।
রাজসাজে আসিলাম   এসে কেন হাসিলাম
শুন বৎস ! আছে তার নিগূঢ় কারণ ।
এতদিনে কপালের   ঘুচিল দারুণ ফের, —
উদিত অদূরে হের নবীন তপন !
শুন বাছা তোরে কই,   কুল-কমলিনী হই —
এ মহা কুলের আমি ; তনয় সকলে
নিরখিয়া দিনদিন   হতে গুণ ধন হীন
আচরি যোগিনী বেশ কুমার-অচলে
মহাতপে নিমগন   ছিলাম রে বাছাধন
সেবিলাম নিরন্তরে, কালের চরণ ;

কত যুগ হল গত, না পূরিল মনোরথ—
কঠোর হইল সার, বিফল সাধন।
এ পুত অতুল ফুল দেখে হতে নিরমূল
কেন মা তোদের মত ঘুমায়ে ছিলাম।
বৃথা বৎস! ভোগাভোগ আমার সাধিনু যোগ
কালবিনাশিনী কালী, তাঁরে সাধিলাম।
কাটিল বিধির বাদ পূরিল মনের সাধ
পেয়েছি কালীর দয়া লভরে কুমার।"
পুলকে পাগল হয়ে সে পদ মাথায় লয়ে
কহিলাম "কই! কোথা? দয়া কালিকার?"
"অতি যতনের ধন— সে ধন মনের মন
লৌহ-আবরণে আঁটা কঠিন ভবন,
লোহের কৌটায় ভরি রেখেছি যতন করি
এই লও" বলে দেবী করিলা কেমন
নিজ বুক অসি ঘায় অমনি ছুটিল তায়
চপল তড়িৎ শোভা আভা বিভীষণ!
লহরে লহরে তায় শিহরে ভাসিয়া যায়
সচেতন-কারী রস বিষের মতন।
শিরায় শিরায় আসি মহাতেজ পরকাশি
লোমকূপ দিয়া পশি গরজি থাকিল।
যথা নব মিলে কলে শরীরের তার দলে
সেইমত একতালে সবেগে নাচিল।
ভাগীরথী কূলে যথা মানুষ বাঁচিল!

সুধাকর নারী বহ— পুলকে প্রসারি কর,
ধরি সে পিযুষধারা উদরে ভরিব।
সুধার অমৃত ঘোর নিনাদি ডাকিব ॥

চোখ গেল পাখী।

১

পাতার ভিতরে থাকি "চোখ গেল" বলে,
কি দুখে কাঁদিস্ তুই কুজনের ছলে?
কি তোর মনের কথা কি তোর চোখের ব্যথা
কিবা দেখে আঁখি তোর দুখানলে জলে?
কানন মাঝারে থাকি তোরও মনের পাখি,
জনম বাঞ্ছিত নাকি মানবের তরে?
তোরও আমার মত সদা আঁখি ঝরে?

২

ইন্দ্রজালময় এই ভবের ভবন;
মায়া মোহ মুগ্ধ মন জ্ঞানহীন জন;
জরা মৃত্যু ভাবী ভয় শোক তাপ বিপদচয়
নহে দীপ্ত তোর মনে; কভু চিন্তানলে
দহে নর দেহ প্রাণ, সুখে দুখে সম জ্ঞান,
আশার ধার না ধার; রাখি পদতলে
অজ্ঞান নরের আশা আকাশেতে তোর বাসা
উড়িস্ বসিস্ তুই আপন ইচ্ছায়।

দুরাশার বশ নও আপন অধীন হও
সুখেতে কাটাও কাল যথায় তথায় ।
ক্ষুধা পেলে বন ফলে খাও তুমি কুতূহলে
অল্পেতে সন্তুষ্ট তুমি, কি করে তোমার
বাড়িবে সম্পদ মান, গাবে সবে যশ গান ;
কি করে রাখিবে তুষ্ট পুত্র পরিবার ;
অসার ঐশ্বর্য্য আশে দুরাশার পাশে পাশে
মনুষ্যের মত তুমি না কর ভ্রমণ,
কনক প্রাসাদ তব অটবী বিজন ।

৩

অসুখের কিছু তব পাখি নাহি মহীতে ;
তবু কেন কাঁদ তুমি পারি না হে বুঝিতে !
নিশা অবসান হলে হায় ! চোখ গেল বলে
নিত্য তুমি ধর তান তরু শাখে বসিয়া ।
এর কোন বল পাখি গূঢ় অর্থ আছে না কি ?
অবোধ অবাক তুমি—সদা যায় ভাসিয়া
নহে কেন তব প্রাণ, ঘূর্ণ জলে শত খান
হয়ে, হে বিহঙ্গবর ! বিষাদের সলিলে ?—
স্পষ্ট করে বল পাখি—যদি তুমি বলিলে !

৪

ভাবে কিন্তু বোধ হয় পাখীর এ বুলি—
নাহি অর্থ নাহি সার চীৎকার কেবলি ।

কোনই ভাবনা যার নাহি মনে একবার
স্মরণ—মরণ শত্রু-চিন্তা বিবর্জ্জিত,
যথা ইচ্ছা তথা যায় যাহা ইচ্ছা তাহা খায়
নাহি লজ্জা উপরোধ অবমান কিঞ্চিত ;
নাহি প্রভু নাহি জ্যেষ্ঠ আপনি আপন শ্রেষ্ঠ
প্রভু—গুরু—কষ্ট হবে নাহি কোন ভয় ;
নাহি অপমান জ্ঞান স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রাণ
উদরের তরে নয় ব্যাকুল হৃদয় ;
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অনলে বর্ষার অজস্র জলে,
না যায় শীতের শীতে জমিয়া জীবন ,
শিরস্বেদ ফেলে পায় খাটিতে না হয়, হায়.
পরিশ্রম কয় কায় না জানে কখন ;
নাহি আশা—আশাভঙ্গ—বাধা নাহি জানে অঙ্গ ,
জগৎ সংসার যার বাস নিকেতন—
তার কেন ঝরে আঁখি সতত এমন ?

৫

কিসের অভাব তব ভব-গেহ ভবনে ?
বল বা খুলিয়া পাখি কি ব্যথা ও নয়নে ?
নিজ ক্ষুদ্র নিকেতনে সাজাতে মনুষ্যগণে
করে কত যত্ন সদা মণি মুক্তা ভূষণে !
কৃত্রিম মুকুতা ফলে কৃত্রিম প্রবাল দলে
কৃত্রিম কাঞ্চন-মণি—শতদল কাননে ;

গগনের অনুবাদে বসায়ে কৃত্রিম চাঁদে
কৃত্রিম নক্ষত্রপুঞ্জে কুঞ্জালয় করিয়ে
কৃত্রিম ঝালরে ঝুলে গুঞ্জমালা বনফুলে ;
বিফল শুমরে মরে নানা সাজ সাজিয়ে ;—
কুঙ্কুম কস্তুরী রসে বৃথা মাখে মোহ বশে,
বৃথা অহঙ্কার করে মনুষ্য না বুঝিয়া ;
বৃথাই তাহার যত্ন রতনের লাগিয়া।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ বন পাখি তব নিকেতন ;
বিমল কৌমুদী ভাতি প্রকাশিয়া হরিষে
হিরণ্য কুসুমদল পূর্ণ পূত পরিমল
চৌদিকে ফুটিয়া কত সুধারস বরিষে !
ঝালরে মুকুতা ঝুলে গাঁথা চারুকান্তি ফুলে
যোগীন্দ্র মানস ভুলে সে সৌন্দর্য্য নেহারে।
ছড়াইয়া মকরন্দ গন্ধবহ মন্দ মন্দ
ললিত বঙ্কিম ভাবে নাচাইয়া লতারে
হাসায়ে প্রসূন দলে সাজায়ে ধরণী তলে
বহে সদা জুড়াইয়া পাখী তব জীবন ;
গুঞ্জরে ভ্রমরপুঞ্জ আমোদিত করি কুঞ্জ
কুহরে কোকিলকুল, নাচে সুখে খঞ্জন।
মণি মুক্তা বিখচিত শতদলে সুশোভিত
তব হর্ম্যতল পাখি অতুলনা ভুবনে।
ফুলময় সিংহাসন কিশলয় সুশোভন
চাঁদের চাঁদিনী তব নীলোজ্জ্বল গগনে !

কল্পতরু কুলমধ্যে   নন্দনে যে নিশি বঞ্চে
সে কেন রে কাঁদে হেন চোখ গেল বলিয়া ?—
পাখি, ও পাখির বুলি বুঝিলাম ভাবিয়া !

৬

অমনি আবার পাখী "চোখ গেল" বলিয়ে
উঠিল শাখায় বসি উচ্চ স্বরে ডাকিয়ে।
বুঝেছি এখন পাখি   যে জন্যে হে থাকি থাকি
কাতর করুণ স্বরে উঠ তুমি কাঁদিয়ে।
কলিতে কালের গতি   বিচিত্র—দুর্ব্বার অতি—
মানুষের নিদারুণ দুরবস্থা দেখিয়ে,
তোমার আনন্দ নাই   নিরানন্দে নিত্য তাই
বহিছ বিষাদধারা তরুশিরে বসিয়ে !
ভবের পূর্ব্বের ভাব   হইয়াছে তিরোভাব
এখন অদ্ভুত ভাবে ধরা গেছে ডুবিয়ে—
পার না দেখিতে তাহা তাই উঠ কাঁদিয়ে !

৭

আনন্দে বিহঙ্গ তুমি আকাশে থাকিয়া,
দেখেছ অনেক কাণ্ড উড়িয়া উড়িয়া।
দীপ্ত প্রভাকর-অংশ   দীপ্ত প্রভাকর-বংশ
উৎপন্ন হইল যবে শুভদিন ক্ষণে,
দেখেছ সে দিন তুমি,   দেখেছ আকাশ তুমি
প্লাবিত আলোক পুঞ্জে উজ্জ্বল কিরণে !
সেই বংশধর গণে   ভবনাট্য নিকেতনে
দেখেছ আকাশে থাকি, কি খেলা খেলিল ;

সেই সূর্য্য সূর বংশ কালক্রমে হলো ধ্বংস
গৌরব গরিমা কীর্ত্তি কলঙ্কে ডুবিল।
অসার সংসার সুখে ঢালি হুতাশন মুখে—
দেবতাত্মা গুণী শুদ্ধ জ্ঞানেতে গম্ভীর
দেখেছ ব্রাহ্মণ গণে পশিয়া গহন বনে
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যোগাসনে ধীর,
জগতের হিত তরে যুগ যুগান্তর ধরে
সনাতন বেদব্যাখ্যা সাধনে মগন!
শুভ্রবর্ণ শ্মশ্রুরাশি পরশিছে নাভি আসি
শিরে জটাজুট তার—মুদিত নয়ন!
কর রাখি বক্ষস্থলে আশ্রম তরুর তলে
প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি আর্য্য ঋষিগণ
মহাত্মা জিতেন্দ্রিয় বাসব বিরিঞ্চিপ্রিয়
দেখেছ ব্রহ্মণ্য দেবে—প্রদীপ্ত তপন!
বিন্ধ্য নত পদতলে অনন্ত অর্ণবজলে
হেলায় করিলা পান গণ্ডূষে বসিয়া!
শিত সূক্ষ্ম তার বাক্য অমোঘ বিধির লক্ষ্য;
করেছ বশিষ্ঠ ব্যাস নারদে দর্শন
দেখেছ ব্রহ্মণ্য তেজ পবনশমন!

৮

পতিপদপ্রাণা গুরু-সেবা-পরায়ণা
পবিত্র পুতলী-প্রেম আর্য্যের ললনা

ঐশ্বর্য্য সম্পদ ধনে   তুচ্ছ করি নিকেতনে
পতি সনে বনে সদা করিতে ভ্রমণ,
দেখেছ বিজন বনে   মৃত প্রাণ পতিধনে
কোলে করি কাঁদাইল শমনের মন ;
সতীর সতীত্ব বল   পতিভক্তি পরিমল
সত্যনিষ্ঠা দেবপূজা কতই প্রবল,
দেখেছ বিষয়ে আর্য্য-কুলশতদল !

৯

দেখিয়াছ আমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণে
সত্য ধর্ম্ম ব্রত রত, রত্ন আভরণে
ভূষিত সবল তনু   করে ধর শর ধনু
মুকুট মণ্ডিত জ্ঞান উৎসাহ সাহসে ;
শুনেছ মঙ্গল গীত   সুগম্ভীর সুললিত
উঠিত বিদারি ব্যোম উৎসবদিবসে !
দীর্ঘ দেহ শালপ্রাংশু   তেজে দীপ্ত অনলাংশু
অমিত বিক্রম শালী, জ্ঞানে মৌন, দানে
শ্লাঘাহীন, ক্ষমাসক্ত,   ভক্তের পরম ভক্ত
রুদ্রের সাক্ষাৎ বল ! বিহিত বিধানে
সাধিলা ভবের হিত ;   দীর্ঘজীবী, পরিমিত
ছিল পান আহারাদি,   না ছিল অকাল ব্যাধি
ইচ্ছার অধীন মৃত্যু—দেখেছ সকল
আজিকে উজান বয় প্রবাহ প্রবল !

আজি সব বিপরীত, আর্য্যবংশ বিদলিত,
দুর শূন্যে শোভে সূর্য্য খদ্যোত যেমন !
আজিকে আমরা হায় শৃঙ্খল পরিয়া পায়
অভিমানে চলি ভাবি অমূল্য ভূষণ !

১০

হায় রে কোথায় আজ আর্য্য যোগিগণ !
বিভূতত্ত্বধ্যানধারী পবিত্র ব্রাহ্মণ !
যাগযজ্ঞ বেদাচার ভ্রষ্ট দ্বিজ কুলাঙ্গার
আজিকে আমরা ঘোর অধর্ম্মেতে রত।
জগতের হিত ভুলে পাপ স্বার্থ তরুমূলে
কাঞ্চন অর্জ্জন আশে ব্যাপৃত নিরত !
অজ্ঞানের পথ সেবে পিতৃগণে মূর্খ ভেবে
উন্মত্ত সবাই নাম জাগাতে আপন ;
বেদবিধি হীন কর্ম্ম নাহি জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম
মাটির পুতুল মাত্র সজীব যেমন।
নাহি তেজ অভিমান আতঙ্কে শুকায় প্রাণ
হেরিয়া সম্মুখমার্গে গোষ্পদ-সাগর !
চণ্ডাল পাদুকা হানে বুকে বসে শ্মশ্রু টানে
নাহি সে ব্রহ্মণ্য তেজ—পবিত্র প্রখর !
এ চিত্র বনের পাখি দেখিয়া কাতর নাকি
চোখ গেল বলে তাই জানাও বেদন ?
কি ছিল কি হল দেখে ব্যথিত নয়ন ?

১১

দেখেছ সাবিত্রী সতী দেখিয়াছ সীতারে—
আবার দেখিছ আজ আর্য্য-কুল-বামারে!
সতত কলহপ্রিয়া ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হিয়া
অপ্রিয়বাদিনী পতি-বক্ষে কাল সাপিনী!
কুলধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা অসৎমার্গে পরিণীতা
অসার কৌতুকপ্রিয় আজি আর্য্য কামিনী!

১২

সতীর সতীত্ব শোভা সতীত্ব ভূষণ,
সতীর সতীত্ব বল অশনি যেমন!
এ শোভা ভূষণ বল গেছে সব রসাতল
তাপদগ্ধ শুষ্ক লতা আজি আর্য্য মলিনী—
বিষহীন মণিহীন মৃতপ্রায় ফণিনী!
বিশ্বের বিচিত্র গতি এ সব দুর্দ্দৈব অতি!
কি ছিল কি হল দেখে ব্যথিত মরম;—
বুঝেছি, বিহগ! তাই তীব্র অনুক্ষণ!
দেখিয়া আমার হায় নিদ্রা বশে মৃতপ্রায়
প্রত্যেক কাল রবি উঠিল গগনে,
অসহ্য তোমার নাকি হয় রে বনের পাখি
জাগাতে আমায় ডাক গভীর নিস্বনে?
জাগিব না আমি পাখি বৃথা তুমি ডাকি ডাকি—
যে ঘুমে ভেঙেছে আঁখি সে ঘুম কি আর

ভাঙিবে তোমার ডাকে, বিহঙ্গ ! ডাকিছ কাকে ?
বৃথাই নয়ন বাধা জানাও তোমার ;—
বাঁচিলে দেখিবে আরো বিচিত্র ব্যাপার !

বীণার প্রতি।

১

আবার বাঁশরী বীণা ! হে কবি প্রেমিক,
কি কব তোমায় আর কি কব অধিক !
'বীণা' এই বর্ণদ্বয় শুনে জ্ঞান হত হয়
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে জ্বলে প্রাণ মন।
জ্ঞান উপার্জ্জন করি কিরূপেতে প্রাণ ধরি
'বীণা' এই কাল বাক্য কর উচ্চারণ
আবার বীণার রব ! —নিতান্ত ভারত তব
অদৃষ্টের দোষ মাগো ! আবার বাঁশরী !
আবার প্রেমের গীত ! প্রেমবাধা সুললিত
যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ রাধিকা সুন্দরী।
রাস-লীলা, বৃন্দাবন— দূতাবলী, গোপগণ !
কদম্ব কামিনী মধু নিকুঞ্জ কাননে।
কি অদৃষ্ট ! হায় ! হায় ! খেদে প্রাণ জ্বলে যায়
এখনো বাঁশরী বীণা রাধা-বিনোদন !
কবে হে তোমার, কবি ফুটিবে নয়ন ?

২

আবার বাঁশরী বীণা রাধা-বিমোহন !
কদম্ব কামিনী মঞ্জু কুঞ্জ বৃন্দাবন !
বাজিবে বাঁশরী বীণা   ঢোলক তা ধিনা ধিনা
ললিত বাহার মৃদু প্রেমের সঙ্গীত !
মন্থন করিয়া সিন্ধু   উঠিল অমৃত ইন্দু—
ইন্দিরা সারদা—শেষে একি বিপরীত !—
শেষে একি ভয়ঙ্কর   গেল বুঝি চরাচর
অনন্ত গরল রাশি—দীপ্ত হুতাশন !
এই প্রেম পারাবার   না মথন কর আর—
কে বল সে বিষনাশী গরল ভীষণ
নাহিক ধূর্জ্জটি আর করিবে ভক্ষণ ?

৩

পাষণ্ড নির্দ্দয় সে ত অজ্ঞান পামর
ভারত-মঙ্গল-দ্বেষী অধম বর্ব্বর
করিতে মন্থন হায়   এখনো সে যত্ন পায়
রাধা কৃষ্ণ প্রেমসিন্ধু গরল আকর।
বীণা !—তার বীণা লয়ে   বাহ্য দুটি অন্ধ হয়ে
সে যায় চর্ব্বিতে কবি—একি প্রাণে সয় ?
যে গায় প্রেমের গীত   মৃদু কণ্ঠে সুললিত
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে আবার চর্ব্বণ !—
কবি কি গো সেই জন ?   হায় রে অবোধ মন
আপার ছলনে মুগ্ধ—মহা ইন্দ্রজাল।

কি কহিব হায়! হায়! সারদা সদয় তায়
কি গুণে! ভারত মন্দ তোমার কপাল!

৪

বীণারে! কি কব তোরে—কহিব কেমনে?
কহিতে হৃদয় প্রাণ বিদরে বেদনে।
বীণারে! বিষম বেশে ভুলালি মধুর হেসে—
নারিনু বুঝিতে তোর চাতুরী ছলনা।
নারিনু বুঝিতে তোরে পড়িয়া প্রেমের ঘোরে
পরিশেষে হায় একি দারুণ যাতনা।
বীণা তোর পায় ধরি কাঁদিয়া মিনতি করি
বেজনা বাজালে আর, বাজাতে যে চায়
এই বেলা তারে লয়ে যাও তুমি দূর হয়ে
নহিলে লাঞ্ছনা হবে সহিতে তোমায়,
নহে বা ধরিয়া করে পোড়াইব বৈশ্বানরে
এই পদে বীণা তোরে করিব দলন!—
তাই বলি এই বেলা কর পলায়ন।

৫

বীণা-মৃদু-বাদ্য-প্রিয় রসিক সুজন,
এই ভ্রম বশে কত করিবে ভ্রমণ?
বাজাইয়া বীণা বাঁশী কবি হতে অভিলাষী—
কি সাধ্য ভেকের ওহে পদ্মমধু খায়?
কবিকুলে কালী তুমি,—পদাঘাতে মরুভূমি!
কলঙ্কেতে কবি নাম ডুবাইলে হায়!—

অগাধ কলঙ্ক জলে   ডুবে থাক্ কবিদলে
কি ক্ষতি তাহাতে ? কিন্তু তোমার আলায়
ভারত ডুবিয়া যায়   এখন কে রাখে তায় ?
ত্যজ বীণা, বঙ্গ-কবি ! মিনতি আমার।
কণ্ঠরবে অশ্রুধ্বনি কাঁপাও আবার।

৬

ভারতি ! ভারতী নামে কেন গো এমন
এ কলঙ্ক রাশি মাতঃ করিছ লেপন ?
মূর্খ পাষণ্ড মুখে   আছ মাগো কোন্ সুখে—
অন্ধ শিশুবৎ কর জনম তাহার।
কর মাগো বাগ্বাণি   বন্ধ সে মূঢ়ের বাণী
ও পদ-সরোজে মাগো মিনতি আমার।—
রেখ না কলঙ্ক মাতা ও নামে তোমার।

৭

আবার বাজিবে বীণা !—বসন্তে যেমন
কামিনী নিকুঞ্জে মত্ত মধুপ গুঞ্জন !—
একিরে খেদের কথা   শুনে প্রাণে পাই ব্যথা
বীণার বাদনে হবে জীবন সঞ্চার ?
বীণার মোহন স্বরে   জীবন হরণ করে
অবশ অলস অঙ্গ—জ্ঞানের সংহার !
হের বীণা হয় লুপ্ত   পলকে চেতনা সুপ্ত
ঘুমেছে পরাণী পাকে ঢলিয়া ঢলিয়া !—

হৃদয় জীবন যার নাহিক শোণিত আর
সাহস উৎসাহ—তার কি ফল বাঁচিয়া ?
সে বীণা বাজাতে চায় নাচাইতে রাধিকায়
দেখাতে কদম্ব কুঞ্জ কৃষ্ণ বৃন্দাবন—
এখনো বাসনা মনে হে প্রেমিক কবিগণে
পচিয়া দুর্গন্ধ তায় উঠেছে ভীষণ ;—
কেন হে করিছ আর চর্ব্বিত চর্ব্বণ ?

৮

বীণা তুমি দূর হও বলি বার বার
নহিলে লাঞ্ছনা শেষে অদৃষ্টে তোমার।
শুকাও যমুনা তুমি কুঞ্জ হও মরুভূমি
বৃন্দাবন কৃষ্ণ রাধা বিস্মৃতির জলে
ডুবে যাক একেবারে ! মহাদর্পে হুহুঙ্কারে
ছুটুক পবন মত্ত কৌতুকে সে স্থলে।
বিধিরে মনুষ্য যায় সকলি ভুলিয়া যায়
তবু এ মিনতি তব চরণ কমলে।
পারগে পারও দলে করহ কৌশলে।

৯

হে মানব করি বিদ্যা জ্ঞান উপার্জ্জন
উন্মীলিত আজো তব হল না নয়ন ?
যে যেদিকে যায় লয়ে চল তুমি অন্ধ হয়ে
নারিলে চিনিতে কাচ মাণিক কাঞ্চন ?

মঙ্গলের আশা কর   মম উপদেশ ধর
কুকবিকুলেরে ভুল হতে কর দূর ;
শুন না বীণার বাণী মঞ্জুল মধুর।

১০

আবার ভারতে বীণা !—প্রেমের সঙ্গীত !
বসন্ত বাহার মৃদু ঝিঁঝিট ললিত।
অচেতনে করিতে দান   শোণিত হৃদয় প্রাণ
পারে কি বীণার গান, বাঁশরী কখন ?
নিদ্রা যাতে নিদ্রা যায়   সে বাজনা পুনরায়
কেন এ ভারতে আরে ভারত নন্দন ?
সাধের সে সাধা বীণা   আজ আমি তোমা বিনা
বাসনা বাণীর পদ করিব অর্চন।
যাও তুমি দূর হয়ে   প্রেমিক কবিরে লয়ে
বীণা বাঁশি মধু কুঞ্জ রাধা বৃন্দাবন।
মম গীত যোগ্য তুমি নহ রে কখন।

১১

এই কি প্রেমিক কবি, কবির কল্পনা ?
এই কি স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন বর্ণনা ?
ওজস্বিতা তেজস্বিতা,   বৈশ্বানর বিজড়িতা
এই কি কবিতা ? কোথা আছে কবিবর
মানব মানস যাহা   দেখে নাই কভু আহা
চিন্তার অতীত চিন্তা ? অজর অমর

বিকশিত তেজে যার উৎসাহিত কিসংশায়
কল্পনা-তরঙ্গলীলা ? প্রখর উজ্জ্বল
কোথায় ভাবের ছটা প্রমত্ত দামিনী ঘটা
গম্ভীর রসের সিন্ধু—অনন্ত অতল ?
ঠীর তারা উল্কাপাত ইরম্মদ বজ্রাঘাত
সমস্ত মেঘের নাদ প্রভাব প্রতাপ ?—
কেবল নিকুঞ্জ বনে রাধিকা বা কৃষ্ণ সনে
কাঁদিবে বাজায়ে বীণা বিরহী বিলাপ।
কবে হে ভুলিবে, কবি এ কাল প্রলাপ ?

১২

এস মা এস মা বাণী অর্ণব-নন্দিনি
অর্ণব অনন্ত ভাবে সরোজ-বাসিনি ;—
গম্ভীর আকার ধরি উজ্জ্বল ভূষণ পরি
প্রদীপ্ত করহ চিত্ত বিজলী-বিভায়।
হাসাও কবির মন হাসাও জগৎ জন
অম্বুধি অচল বন হাসাও সবায়।
দুর্ব্বার ঝঙ্কার রাবে এস হে গম্ভীর ভাবে
এস হে গম্ভীর ভেরী দুন্দুভি গম্ভীর।
এস হে গম্ভীর তূরী বীর রসে তান পূরি
এস হে দামামা শঙ্খ করহ অধীর
গাইয়া গম্ভীর গীত প্রভাবে জগৎ চিত
নিস্তব্ধ অবশ করে কর সম্মোহিত।

অচল অটল প্রাণে মহা দেব-শক্তি দানে
শোণিত সাহস প্রাণ কর সঞ্চারিত ।
আদিত্য আলোকে হায় অধম খদ্যোত প্রায়
কুকবি পাষণ্ডদল লুকাক তিমিরে ।
জাগুক জগতে নাম আর্য্যপুত্র গুণগ্রাম
করতে বিপদে ত্রাণ কর জননীরে ।
কর হে উদ্ধার আজ কর ধরণীরে ।

কে তুমি ?

"গভীরা যামিনী কে তুমি কামিনী
বসে একাকিনী এ ভীম শ্মশানে ?
আরক্ত বদন আরক্ত নয়ন
এক মনে কিবা দেখিছ বিমানে ?
শরীর কম্পনে চন্দ্রানন আলে
লুটিছে ভূতলে অঞ্চল চঞ্চল !
করে খরশান শাণিত কৃপাণ
দুলিছে ভীষণ অঙ্কিত কঙ্কণ !
ললাট ফলকে ঝলকে ঝলকে
উঠিছে পাবক—উর্দ্ধশির কেশ !
হাসিছ যখন সঘনে সঘন
দেখিনি কখন হেন ভীম বেশ !"

"আমারে কে তুমি, কিছুই বল না ।"
সুগম্ভীর স্বরে বলিল ললনা ।
বাসনা যদ্যপি বাঁচিয়া থাকিতে
মম পাশ হতে পলাও ত্বরিতে ।
অসিতে হৃদয় করিয়া বিদার
রক্ত ধারা পান করিব তোমার ।"

বলি উচ্চ হাসি বিদ্যুৎ বিনাশি
লাগিলা নাচিতে আনন্দে কামিনী ।
করি টল টল গগন ভূতল
কাঁপিয়া সঘনে উঠিল অমনি ।
ছুটিল তখন অপূর্ব্ব কিরণ
জ্বলিতে লাগিল সকলি পাবকে ।
সাগর অম্বরে কানন ভূধরে
খেলিল দামিনী তবকে তবকে ।

চারি দিক হতে আপনা আপনি
ঘোর রবে করি বিদীর্ণ অবনি
শুষ্ক ধরাতল, নিনাদ উঠিল ;—
তূরী ভেরী শঙ্খ দামামা বাজিল ।
নাচিল অচল নাচিল সচল,
উঠিল কল্লোলি জলধির জল ।
মত্ত মেঘমালা গগন ঢাকিল ;
ক্ষণপরে নাচি দামিনী থামিল ।

পাহাড় পর্ব্বতে ঘন সংঘর্ষণ ;
অনন্ত আবর্ত্তে ঘুরে গ্রহগণ !
গাইল কিন্নরী দুন্দুভি বাজায়ে
অদ্ভুত ভাবেতে ভুবন মাতায়ে !—
"কেঁদনা কেঁদনা কমললোচনা ;
নয়নের জল মাটিতে ফেল না।
গিরির ভিতরে অনল যেমন
মনে রাখ ঢেকে মনের বেদন।
সময় হইলে পাষাণ ফুটিয়া
ভীম তাবে যাবে আপনি ছুটিয়া।
বসিয়া শ্মশানে শবের আসনে
পাষাণে বাঁধিয়া হৃদয় জীবনে
স্বহস্তে কাটিয়া আপন মস্তক
ভুবনে, ভাবিনি ! লাগাও চমক
ভুজঙ্গ দশনে হৃদয় চিরিয়া
শোণিতের স্রোত বাহির করিয়া
বিন্দু বিন্দু ফেল মাটির উপরে
সুধাবৃষ্টি হবে বিলম্ব অন্তরে !
জলন্ত অনল শিখায় ভীষণ—
পরি কর, সতি ! সমাধি সাধন।"

অমনি কামিনী উন্মাদিনী প্রায়
কাটিলা মস্তক কৃপাণের ঘায়।

বাম করে মুণ্ড করিয়া ধারণ
কপালে সে রক্ত করিয়া গ্রহণ
ঢালিতে লাগিলা করাল বদনে!
পাগলিনী সম মরণ জীবনে!
আবার বাধিয়া স্কন্ধের উপর
অট্টহাসে আলো করিলা অম্বর!
চমক লাগিল ত্রিলোকের লোকে।
কে কোথা এমন দেখেছে ভূলোকে?
করিলেন পুনঃ হৃদয় বিদার
ছুটিল সবেগে শোণিতের ধার!
পাষাণ ভেদিয়া শোণিত ছুটিল—
রূপে সৌদামিনী মলিন হইল!
জলধির জল ফুটিতে লাগিল!
নিয়তি যেখানে পাষাণ ভবনে
বসে ছিলা একা আপনার মনে
তীর হেন তার হৃদয়ে বিঁধিল;
ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল
সতীপদতলে! মেলিয়া নয়ন
কোথা হেন শোভা দেখ বিশ্বজন।
আর একবিন্দু মাটিতে তখনি
হইল পতিত, জনমি অমনি
ভীমকায় এক ভীম অবতার
করে কাল অসি, হুঙ্কার ঝঙ্কার

করে, মহাহর্ষে কহিলা মাতায়,—
" পুত্র আমি তব, কি আজ্ঞা আমায় ?
কি কার্য্য জননি ! হইবে সাধিতে ?
গিরি উপাড়িতে ? সাগর শুষিতে ?
সমূলে ব্রহ্মাণ্ড করি উৎপাটন
অথবা জননি ! করিব রোপণ
নূতন জগৎ ?—"ভীষণ হাসিয়া
উত্তরিলা মাতা এতেক শুনিয়া :—
"পতিহীনা আমি—অভাগী রমণী
মম পুত্র যদি তুমি বীরমণি—
আনি দেহ মম পতিরে এখনি ।
কান্তারে কান্তারে নগরে নগরে
জলে স্থলে বৃক্ষে অর্ণব ভূধরে
পাতালে গহ্বরে বৈকুণ্ঠ কৈলাসে
তন্ন তন্ন করে অনন্ত আকাশে
দেখ দেখ কোথা আছেন সেজন,
আন এই স্থানে করিয়া যতন ।
" চিনিবে কি করে ?—শুন তবে বলি
একে একে তুমি দেখহ সকলি ;
যথায় তাঁহারে দেখিতে পাইবে
দেখিলে অমনি চিনিতে পারিবে !
শুন বলি তবু কিঞ্চিৎ লক্ষণ,—
অনলের তেজ রবির কিরণ

বায়ুর প্রতাপ ফণীর গরল
পাষাণ প্রতিমা রেখেছে ঢাকিয়া ;
লহরে লহরে শিহরে শিহরে
খেলিতেছে গায় তড়িৎ নাচিয়া !
করেতে কুলিশ ভীম খাঁড়া ঢাল,
মস্তকে মুকুট কিরণ জ্বাল !
পশু পক্ষী নর গন্ধর্ব কিন্নর
পদতলে তাঁর নত চরাচর।
বীর রস মাখি বীর রসে ভাসি
হাসিছেন পতি সুমধুর হাসি !
ভ্রুকুটি ভঙ্গীতে ফিরালে নয়ন
প্রলয় সলিলে মগন ভুবন।
যাও বীরবর করি পর্যটন
পৃথিবী পাতাল জলধি গগন
সত্বর তাঁহারে আন মম পাশ
শোণিতের তেজ করিয়া প্রকাশ।
যদি বাদ সাধে সাধে কোন জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর বাসব শমন
ছিঁড়ি মুণ্ড তার ফেলিবে তখনি,—
যাও বাছা ধন—যাও বীরমণি।

"খাও কিছু, বৎস ! শুন রে আবার ;
কি দিব খাইতে ? কি আছে আমার ?

উদর পূরিয়া কর তবে পান
শোণিতের ধারা।" বলিয়া কৃপাণ
আঘাতিলা পুনঃ হৃদয়ে আপন
ছুটিল শোণিত করিয়া গর্জ্জন।
গিরি হতে যথা অগ্নি উদগীরণ!
নারিলা সে বেগ করিতে ধারণ
ভীমকায় সেই ভীম অবতার।
চলিলা ভাসিয়া—একি চমৎকার!
রক্তধারা যত ভূতলে পড়িল
কোটি কোটি তায় বীর জনমিল
হুঙ্কার ঝঙ্কার করি ভয়ঙ্কর;
বর্ম্ম চর্ম্মে আঁটা সর্ব্ব কলেবর।
কিরণে কিরণে মিশিয়া মিশিয়া
ছুটিল চৌদিকে হাসিয়া হাসিয়া
অনল-আসারে ভাসিল সংসার;
উঠিল ব্রহ্মাণ্ডে ঘোর হাহাকার!
তার মাঝে বামা চল সৌদামিনী
নাচিতে নাচিতে ছুটিল অমনি!
জলদের কোলে ভারত যখন
ভারতরমণী নাচিছে কেমন!

কাল।

১

নদী আর কাল-গতি একই সমান
একই রূপেতে করে উভয়ে প্রয়াণ।—
তটিনীর গতি প্রায়, অমূল্য সময়, হায়,
চলিছে (অদৃশ্য ভাবে) জনমের শরীর।
চলিতেছে চল চল, কে তারে ফিরাবে বল?
ফিরিবে না—ফিরাবারে পারে কোন্ বীর?
যেন তটিনীর গতি?— এত অজ্ঞানতা অতি!—
জলেতে ভাসিয়া গেলে অমূল রতন
যতন করিলে পরে পুনঃ তারে পাই করে,—
আবর্তে ঘুরিয়া উঠে আপনি কখন।
কালের তরঙ্গে হায়, যদি কিছু ভেসে যায়
পুনঃ কি কখন তার পাই করতলে?
প্রফুল্ল কমল দলে ভাসাইয়ে দিলাম জলে
ঘুরিতে ঘুরিতে পদ্ম হাসি হাসি চলে,—
তখনি নামিয়া নীরে সাঁতারিয়া নলিনীরে
ফিরায়ে আনিতে পারি প্রয়াস করিলে?—
ফিরে কি ভাসিয়া গেলে কালের সলিলে?

২

কত রত্ন অগণন অমূল্য উজ্জ্বল
কাল-স্রোতে গেছে ভেসে অর্ণবে অতল—

জগতের অলঙ্কার   ফিরিবে না তারা আর ;
  এ নহে তটিনী গতি ! বারেক তাহলে
জীবন করিয়া পণ   করিতাম দরশন
  সাহসে বাঁধিয়া বুক নামি সেই জলে
  রুখাইতে গতি তার প্রতিজ্ঞার বলে ।

৩

একদিনে কত হয়   একদিনে কত লয়
  ছয় দিনে এই তিন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন !
পলকে প্রলয় জলে   কত বিশ্ব যায় তলে
  পলকে প্রকাশে লক্ষ জগৎ নূতন !
তুচ্ছ নহে একপল   ক্ষুদ্র এক বিন্দুজল
  দণ্ড দিন যুগমাস মিলি পলেপল ।
বারি বিন্দু বিন্দু সনে   মিলি হায় একক্ষণে
  জনমে ভীষণ সিন্ধু অনন্ত অতল !
ক্ষুদ্র দেখি তুচ্ছ ভাব   সে জনমে জানাভাব –
  অনন্ত জগৎ এই অণুকণাময় ।
 নবশিশু ক্ষুদ্রাকার   কালে তাঁর অবতার
  পদভরে কাঁপে ঘোর গিরি সমুদয় ।
  বিচিত্র কালের গতি জ্ঞানিগণ কয় ।

৪

উন্নতি কি অবনতি—সাধনের ফল ;
সভ্যতা অসভ্যতা কিবা কালেতে সকল ।

কালে শিশু ভীমকায় কালে ভীম শিশু প্রায়
কালেতে মশক ঐরাবত অবতার।
কালে হয় কালে লয় কালেতে জলের রয়
উর্দ্ধগামী!—অবিশ্বাস? বিচিত্র ব্যাপার!
সুরম্য নগরী হায় কালেতে শ্মশানপ্রায়
ফেরুপাল হুই হুই ফুকরে গভীর।
ভীষণ অটবীচয় কালে রাজধানী হয়
রাজধানী অরণ্যানী! দরিদ্র ধনির
পৃথিবীর অধিপতি প্রবল প্রতাপ অতি
ভ্রুকুটি ভঙ্গীতে কাঁপে মেদিনী সঘন।
কালে ইন্দ্র বনবাসী ইন্দ্রাণী দনুজ-দাসী;
অন্নাভাবে অন্নপূর্ণা কাতর জীবন।
কালে ভীম মরুস্থল পুষ্পোদ্যান!—ঝলমল
করে কিবা প্রতিপল শান্তি চারু সাজে।
সরস সরসী তায় শতদলে শোভা পায়—
মাধবী বকুল চাঁপা হেমলতা রাজে।
চারিদিকে ফুটে ফুল বিশ্ববাসী প্রেমাকুল
মেদুর মলয় বয় ছুটে পরিমল।
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মকরন্দ খায়
আনন্দ উৎসবে মত্ত ধরিত্রী সকল।
কালেতে প্রমোদ বন মরুস্থল বিভীষণ
ধূধূ করে বালুময় প্রকাণ্ড প্রান্তর।
তীব্র প্রভাকর করে প্রচণ্ড মূরতি ধরে
মায়াবিনী মরীচিকা—শিহরে অন্তর।

প্রবল প্রতাপে হায় মত্তানিল ছুটে যবে
উৎপাটিত সন্তাড়িত করি সমুদায়।
মরি কিবা ভীম ভাব উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি যাব
পাবক-প্লাবনে করি প্লাবিত ধরায়।

৫

গভীর অর্ণবচয় কালে উচ্চ হিমালয়
কালে হিমালয় বিশ্বগর্ভে নিমগন!
প্রমত্ত পবন যায় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তায়
ভীমভাবে ছুটে যায় ছাড়িয়া গর্জ্জন।
কাঁপায় মেদনী ব্যোম শনি শুক্র সূর্য্য সোম
আছাড়ে আছাড়ে পড়ি নিমগ্ন পাতালে
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরি ভীম নাদ ছাড়ে।

৬

শতদল দলগত যেমন জীবন,
জীবদশা এ জগতে জানিবে তেমন।
সমীরণ সদা বয় কখন সে স্থির নয়
সদাগতি নাম তাই ; কুলু কুলু স্বরে
আপনার মনে হায় সতত তটিনী ধায়—
মিলিছে চলিয়া নিত্য গভীর সাগরে।
অদৃশ্য কালের গতি কিন্তু সে চঞ্চল অতি
জানীরে বুঝাতে নারে অজ্ঞানে কুহরে,—
মিশিছে চলিয়া নিত্য কালের প্রান্তরে!

উত্তাল তরঙ্গ রাশি   মত্তভাবে অট্ট হাসি
  উঠিছে ছুটিছে রঙ্গে পবন হিল্লোলে
  অতল অনন্ত ব্যাপী অর্ণবের কোলে।
সে তরঙ্গদলে হায়   জীব [illegible] প্রায়—
  জীবলীলা নীলাচলে মিশাই[illegible]!
যে জন যথার্থ জ্ঞানী   জানে [illegible] অভিমানী
  জীবনের ব্রত সেই সাধে সাধনায়।

৭

সকলি চঞ্চল ভবে   হে ভাই তোমা[illegible]
  জড়প্রায় কেন আজ নিদ্রায় বিহ্বল
উঠহ বসন পর   প্রতিজ্ঞা পালন [illegible]
  খণ্ড খণ্ড কর লৌহ-চরণ-শৃঙ্খল।
যে জন সতত কয়   কভু ফিরাবার নয়
  কুটিল কালের গতি, দেখাও তাহারে
কালের বদনে কালী   প্রতিজ্ঞার বলে ঢালি
  ফিরাবে কালের গতি কৃপাণ প্রহারে।
সবে বীর অবতার   বীরবংশ অলঙ্কার
  এ ভাবে অভাব করি বীরত্বের ভাবে
অবশ অলস প্রায়   নিদ্রায় সময় যায়
  এখনো নিশ্চিন্ত কেন? প্রচণ্ড প্রভাবে
হুঙ্কার ঝঙ্কার করে   কাঁপাইয়া চরাচরে
  ইন্দ্রকরচ্যুত মত্ত দম্ভোলির প্রায়

অট্ট হাসি হাসি রঙ্গে হর্ষ-বিস্ফারিত অঙ্গে
রুদ্রতালে ধ্রুবপদে নাচি মহাকায়
প্রচণ্ড প্রতাপ ঘটা শত সৌদামিনী-ছটা
প্রকাশি চমকি বিশ্ব সাহসের ভরে
উৎসাহ ভূষণ পরে সাহস সহায় করে
কালের সহিত চল কঠিন সমরে।
বীর হয়ে যেই জনে অদৃষ্ট ভাবিয়া মনে
জড়প্রায় নিদ্রা যায় সে অতি অধম।
বীর হয়ে বাহুবলে নামিয়া কালের জলে
ফিরাতে অদৃষ্ট-গতি যদ্যপি অক্ষম;
বৃথাই বীরত্ব তার সাহস বিক্রম!
তাই বলি চল চল দেখাও সাহস বল
ফিরাও কালের গতি প্রকাশি প্রভাব।
কঠিন কুলিশ প্রায় ঘর্ষিয়া ললাট হায়
উঠাও বিধির লেখা রেখা সমুদায়।—
দেখাও জগতে সব হয় প্রতিজ্ঞায়।

৮

কুটিল কালের গতি অদৃষ্ট কঠিন অতি
কি ভাবে কখন থাকে বুঝা নাহি যায়।
মনুষ্য ভাবেন আমি হলেম ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী
অদৃষ্ট টানিয়া তায় অতলে ফেলায়।
হা অদৃষ্ট হায় হায়! মনুষ্য পতঙ্গপ্রায়
দীপশিখা দেখি ধায়—শেষে কি উৎপাত
কুটিল কালের স্রোতে অকালে নিপাত!

*

৯

এই সেই রোম ভীম পদদম্ভে যার
কাঁপিত মেদিনী ব্যোম অম্বুধি কান্তার !
যার বীর পুত্রচয় ত্রিভুবন কৈল জয়
সাহস উৎসাহে ভাসি ধরিয়া কৃপাণ।
একছত্রা ধরাতলে কৈল যারা ভুজবলে
সুদৃঢ় সংকল্প ! চিত্ত পাষাণ সমান
অটল অচল ছিল শতসিন্ধু উত্তরিল ;
সর্ব্বত্র বিজয়ধ্বজা কৌতুকে উড়ায় :
অর্ণব কি মরুস্থল সব কৈল পদতল
উজ্জ্বল রোমের নাম অচল চূড়ায়।
এই সেই পুরী রোম কাঁপিত মেদিনী ব্যোম
প্রচণ্ড প্রতাপে যার—এই সেই রোম !
ক্ষীণ হীন মৃতপ্রায় ধরা শয্যাগত হায়
প্রহারে চরণ শিরে করিয়া বিক্রম
বনের বানর আর শৃগাল অধম !
স্বর্ণ অট্টালিকা রাজি কাল কবলিত আজি
কালের প্রভাব মাত্র করিছে প্রচার।
রাজপুরী মহাবন বনচর পশুগণ
ভ্রমে আজি সেই স্থলে আনন্দে অপার !
নাহি তেজ নাহি দর্প হীনপ্রাণ কালসর্প
পতিত ভেকের পদে হতেছে দলিত !

এই সেই পুরী রোম   যার দর্পে সিন্ধু ব্যোম
মেদিনী অটবী গিরি সতত কাঁপিত
প্রভাহীন প্রভাকর ধূলায় লুটিত !

১০

সাগর মেখলা কটি মণ্ডিত যাহার
এই সে গিরিশ জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার।
বৃহস্পতি সমজন   এই স্থানে জন্ম লন ;—
যশের ধ্বনিতে কত ধ্বনিত ধরণী !
সাহিত্য বিজ্ঞান আর   কাব্য কবি অলঙ্কার
নিহিত ভূগর্ভে ছিল , কবি চূড়ামণি
হোমর গম্ভীর স্বরে   সপ্তমেতে তান পূরে
গাইলা বাজায়ে ভেরী এই স্থানে বসি ।
এই সে গিরিশ জ্ঞান-রত্নের আরসি !

১১

এই সে গিরিশ যার   নাম শুনে ত্রিসংসার
কাঁপিত ভূকম্পে যেন ; প্রবীণ নেষ্টর,
উলিসিস সক্রেটিস ;   মেনেলস আকিলিস
জনমিল এই স্থানে যত বীরবর ;
সুদৃঢ় সঙ্কল্প করি   এক পণ ধ্যানে ধরি
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি করিয়া প্রচার
অসামান্য সহিষ্ণুতা   ধৈর্য্য বীর্য্য তেজস্বিতা
স্বজাতি-প্রিয়তা সহ-অনুভূতি আর,
সংগ্রাম সাগরে ভাসি   অসংখ্য অরাতি নাশি
স্থাপিলা অক্ষয়-কীর্ত্তি-সুধাংশু-মণ্ডল ;

এই সে গিরিশ আজ লুণ্ঠিত ভূতলে !
রুক্ষ কেশ ক্ষীণ দীন   মুখচন্দ্র বিমলিন
বৈশ্বানর তেজোহীন ভস্মরা[illegible]প্রায় ;
অধম যবন দলে   মহানন্দে [illegible]—
হরিছে জীবন হায় পর প্রত্যাশা[illegible]
এই সে গিরিশ আজ লুণ্ঠিত ধূলা[illegible]

১২

এই সে মহিমা মক্কা—মুসলমান দেশ
মহম্মদ মত যথা বিদিত বিশেষ !
এক পথ লক্ষ্য করি   অসি ধনু শর ধ[illegible]
উন্মত্ত সংহার বেশে ভ্রমিয়া ভুবনে,
প্রচারিয়া ভুজবল   কাঁপাইয়া ধরাত[illegible]
স্বমতে আনিলা এই বিশ্ববাসী জনে
হায় সেই মুসলমান   আজি হীন বল প্রাণ
বিষহীন ফণীপ্রায় কাঁদিয়া আকুল !—
তুরস্ক সুলতান আজ রুষের পুতুল !

১৩

এই সেই আর্য্যভূমি মহাপুণ্য স্থল
ভুবন মুকুট মণি অতুল্য উজ্জ্বল।
তেজ বীর্য্য বল যার   সুবিদিত ত্রিসংসার
সভয়ে আপনি শির নত যার পায় ;
যার কীর্ত্তি অনুপম   যার প্রভা সূর্য্যসম
তেজ যার প্রজ্বলিত পাবকে পোড়ায়।

রাজ রাজেশ্বরী যিনি বীরগণ প্রসবিনী
শাসিলা প্রভুত্ব ভরে এ তিন ভুবন।
যাহার রূপের ছবি নিবাত প্রদীপ্ত রবি
শাসিত আদেশে যাঁর সুরনরগণ ;—
এই সেই আর্য্যভূমি পবিত্র ভবন !

১৪

এই সেই আর্য্যভূমি পবিত্র ভবন !
বিকাশিত বেদবিধি সাহিত্য দর্শন
হায় রে যথায় কালে !— মণ্ডিত ময়ূখ-জালে
শোভিছেন যিনি সূর্য্য রূপে নিরন্তর ;
বিবিধ রত্নের খনি ; জ্ঞানী গুণী শূরমণি
জন্মিল যাহার গর্ভে তেজে প্রভাকর।
পবনে তাড়িত হায় পাবক-প্লাবন প্রায়
রুদ্ররূপে ভাসি যারা সংগ্রাম-সাগরে
উদ্দীপনা সুরাপানে উৎসাহিত করি প্রাণে
কৃপাণ প্রহারে ধ্বংসি অরাতিনিকরে
রাজেশ্বরী বেশে হায় সাজায়ে আনন্দে মায়
বসাইলা স্বর্ণাসনে দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত—
মস্তকে মুকুট কিবা রবি শশী জিনি বিভা
কর্ণেতে কুণ্ডল চারু সুধাংশু লাঞ্ছিত ;
ভ্রুকুটি ভঙ্গীতে যাঁর কম্পিত এ ত্রিসংসার
অংশুহীন অংশুমালী লুকাত তাবদে—
ধ্বনিত ধরণী যাঁর সুবিমল যশে

১৫

বীর রসে পূরে তান   গাইলা গভীর গান
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরী গভীর নিস্বনে
এখানে বাল্মীকি কবি   একান্তে কান্তারে বসি;
কে বল প্রদীপ্ত ভানু গোপনে বসনে?
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল   অতল কি তলাতল
এথায় বসিয়া ব্যাস করিলা মন্থন,
নরাসুরে ঘোর রণ   এই স্থানে সংঘটন,
পরাস্ত মানিয়া সবে অর্চ্চিলা চরণ।
মহোল্লাসে ছাড়ি হয়   এখানে পাণ্ডবচয়
ভুবন করিলা জয় ভীম বাহুবলে;
ভীম ভীম অবতার   অর্জ্জুন দোসর তার
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ রঘু রাম এই স্থলে।
এই খানে কালিদাস   বাল্মীকি মিহির [illegible];
কবি কাব্য অলঙ্কার সব এই স্থানে;—
ভারত ভুবনে শ্রেষ্ঠ ভারতী বাখানে।

১৬

এই সেই আর্য্যভূমি পবিত্র ভবন,—
আমরা সকলে সেই আর্য্যের নন্দন!
হায়রে পূর্ব্বের কথা   স্মরি হৃদে পাই ব্যথা
অকূল সাগরে হয় হৃদয় মগন।
চেতনা বিলুপ্ত হয়,   দেখি বিশ্ব তমোময়
অন্তর অন্তর পুড়ে কাল হুতাশনে!—

অন্তর অনলে হায়!　　　যদ্যপি জলিয়া যায়
　　নহে কিন্তু ভস্মসাৎ! হায়রে কেমনে
দিব আজ পরিচয়　　　আর্য্যভূমি স্বর্ণময়
　　এই সেই—এই সব আর্য্যের নন্দন?
এই সেই হিমালয়　　　বিন্ধ্যঘাট গিরিচয়
　　হস্তিনা অযোধ্যাপুরী মগধ ভুবন!
কালিন্দী কাবেরী গঙ্গা　　　পতিতপাবনী রঙ্গা
　　ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু কৃষ্ণা আদি গোদাবরী!
এই সে নৈমিষারণ্য　　　হায়রে ভুবনে ধন্য!
　　এই সে কানন যথা বীরেন্দ্রকেশরী
গাণ্ডিবী গাণ্ডীব ধরে　　　যুঝিলা বিক্রম ভরে
　　ভুবন-ভাবন রুদ্র মহেশ্বর সনে।
হায়রে কেমনে কব　　　এই সব সেই সব—
　　এই সে ভারত ভূমি বিদিত ভুবনে!—
　　লুকাত ইহারি তেজে ভাস্কর গগনে!

১৭

　　বিচিত্র কালের লীলা—নিয়তির খেলা!
　　মনুষ্য অর্ণব-কোলে কদলীর ভেলা।
কি আছে এখন আর?　　　স্বর্ণভূমি ছারখার
　　সুখের সদনে আজ হাহাকার সার!
উন্মত্ত পবন-বলে　　　সব কাল-সিন্ধু-জলে
　　নিমগন একেবারে! ভৈরব কান্তার,—

শ্মশান শ্মশান সব ! মরুভূমি ;—ঘোর রব
করি ফিরে ফুকরিয়া কুক্কুর শৃগাল !
উৎপাটিত বায়ুবলে তমাল পিয়াল !

১৮

উৎপাটিত বায়ুবলে তমাল পিয়াল !
বজ্রদগ্ধ বসুন্ধরা !—কি মূর্ত্তি ভয়াল !
নাহি জ্যোতি ভীম দর্প কালঅগ্নি কালসর্প
উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি রাব দিবানিশি জ্বলে !
ধূমজালময় বিশ্ব কিছু নাহি চলে দৃশ্য
শ্মশান শ্মশান সব ! সরসীর জলে
ফুটেনা কমল ফুল না গুঞ্জরে অলিকুল
কোকিল রসালে বসি গায়না ললিত,—
সুখের নন্দন বন দানব দলিত !

১৯

হা কাল ! তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে ?
পাষাণ-প্রতিমা ভাগ্য, কি কব তাহারে !
বাসরে বিধবা বধূ ! গ্রাসে রাহু পূর্ণ বিধু,
দলিত পঙ্কজবন দ্বিরদচরণে !
ত্রিদিবে দানব বাস, কমলার উপবাস !
মৃণাল প্রহারে পদ্ম প্রমত্ত বারণে !
হা কাল ! তোমার মায়া বুঝিব কেমনে ?

২০

অখণ্ড প্রচণ্ড দর্প হে কাল তোমার !—
মানব দানব দেব দাস ভাগ্য তার !

সুধাংশু ভাস্কর ভাতি   নিবেছে সুখের বাতি
  করাল বদনে কাল গ্রাসিয়াছে সব!
উত্তাল তরঙ্গে মেলি   প্রলয় পবনে খেলি
  গিলেছে ভূধররাজে গভীর অর্ণব!
প্রবল কালের জলে   একে একে গেছে তলে
  অমূল্য রতন যত, ফিরিবে না আর।
ভিখারিণী রাজরাণী!   রাজধানী অরণ্যানী
  ধূলায় লুণ্ঠিত মণি মুকুট তাঁহার!
বীরবংশ-অবতংস   চন্দ্র সূর্য্য সুর অংশ
  শৌর্য্য-বীর্য্য-শালী সব আর্য্যের সন্তান
ক্ষত্রিয় শরীর ধরে   উদর পোষণ তরে
  মুষ্টি ভিক্ষা আশে ফিরে দীন ম্রিয়মাণ!
শুধুমাত্র আছে নাম   এই সেই আর্য্যধাম
  কালের প্রভাব কত করিতে প্রচার!
  তেজহীন অগ্নি আজ আর্য্যের কুমার!

২১

কালের মুখেতে কালী   কলি তুমি দেছ ঢালি
  দেবতা দেবত্বহীন যবন মহত্তে!
এ কীর্ত্তি তোমারি কলি!   এ কৌতুক কারে বলি
  জ্ঞান ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিধিমতে
আর্য্যপুত্রগণ চায়   সেবিতে যবন পায়
  এ কীর্ত্তি তোমারি কলি!—অধর্ম্মের মান!
  চণ্ডাল চরণ পূজি দেবের কল্যাণ!

২২

সে পূর্ণ পূর্ণিমা শশী ভারত গগনে
না হেরিব কভু আর ? রতন আসনে
আর্য্যের জননী আর পরি রত্ন অলঙ্কার
শোভিবেন নাহি পুনঃ ? থাকিবে এমনে
সেব বংশধর গণ অন্ধকূপে নিমগন
জ্ঞানধর্ম্ম ভুলি জড়প্রায় অচেতনে ?
এ আশঙ্কা অসম্ভব অবশ্য আবার সব
কালেতে ধরিবে পূর্ব্ব মুরতি আপন !
অগ্নিগিরি চিরকাল না উগারে অগ্নিজাল
কালে মত্ত ঘনদল বিদারে গগন ;—
কাল কোথা ? অবিশ্বাস ! কেবা নিয়তির দাস ?
সাহস উৎসাহ যার অদৃষ্ট তাহার ।
অদৃষ্ট প্রতিজ্ঞা মুখে বসে নিত্য সকৌতুকে
উৎসাহ সংকল্প পণ বীর অলঙ্কার ।—
এইত অদৃষ্ট জানি ;— অদৃষ্ট আমি না মানি ;
অদৃষ্ট বিধির লেখা প্রতিজ্ঞার দাস !
বিশ্বামিত্র মহাঋষি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি
অসাধ্য সাধিয়া শত করিলা প্রকাশ—
অদৃষ্ট প্রতিজ্ঞামুখে সাহসের দাস !

শ্যামা সঙ্গীত।

কর কর কর মন শ্যামা মায় সাধনা,
রবে না রবে না ঘোর এ ভবের বেদনা।
এক মন্ত্রে এক তন্ত্রে মিলাইয়া বীণা যন্ত্রে
সমাধি সাধন সুর দৃঢ়রূপে বাঁধ না।
তীব্র কণ্ঠে তীব্র স্বরে মুদি আঁখি ভক্তিভরে
মা মা বলি এক তানে এক মানে কাঁদ না;
কি ভয়?—নির্ভয়ে রহ—সিদ্ধ হবে কামনা!
সেই কান্না তীব্র ধ্বনি প্রভঞ্জন সনে—
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে উঠে—দশ দিকে যাক ছুটে—
পাষাণ, সলিল, শূন্য, কাঁদুক বেদনে!
পশু, পক্ষী, সুর, নর, লতা, গুল্ম, তরুবর,
ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে কাঁদুক সঘনে!—
বাজুক সে প্রতিধ্বনি গম্ভীরে গগনে।
হিংসা, দ্বেষ, পরগ্লানি—মালিন্য সকল
ত্যাগ করি শুদ্ধচিত্তে, করিয়া সম্বল—
ভারত-মঙ্গল-আশা স্বজাতির ভালবাসা—
একতা-প্রফুল্ল-পদ্ম-দাম নিরমল
অমূল রতন করি হৃদয়ে যতনে ধরি
সাহসে শরীর বাঁধি ভাবহ কেবল—
প্রলয়-কারিণী-মূর্ত্তি অন্তরে অচল।
ক'র না ক'র না, মন, বৃথা ভব-ভাবনা,
দনুজ-দলনী-মায়ে দৃঢ় মনে ভাব না।

কেলায় কৈবল্য পাবে, সকল যাতনা যাবে,
এমন সুখের দিন, মন, আর হবে না।
হও রে চেতন হও, কেন হে নিদ্রিত রও?
এ সুখের অমানিশা যাবে, মন, রবে না ;—
তবে কি ভবের সাধ সাধন হে হবে না ?
ঘোরেক চীৎকারে, মন, শ্যামা মায় ডাক না,
এ নৈশ-নবীন-শোভা নেত্র মেলি দেখ না,—
ছিঁড়ি এ জড়জঞ্জাল—সাজিয়া বীর ভয়াল—
বামদক্ষি-মুক্তসম বক্ষ ভেদি এস না,
বর্ম্ম চর্ম্মে অঙ্গ ঢাকি, গভীর গর্জ্জনে হাঁকি
রিপুর দলনে, মন, মার সনে সাজ না,
বাজাও দামামা ভেরী শুভসিদ্ধি-বাজনা।
কর রে পাগল মন, বগলার সাধনা।
শত্রুকে টঙ্কার মারি বিক্রমে হুঙ্কার ছাড়ি
খড়্গাঘাতে দৈত্য-দলে ভূমিতলে পাড় না।
শব-মুণ্ড মালা করি আনন্দে গলায় পরি,
মুণ্ডের কুণ্ডল কর্ণে মার সনে পর না,
রণ রঙ্গে পূর্ণতরে নৃত্য গীত কর না।
প্রণয়ে সেবক-সাজ, মন, আজ ধর না,
ভীষণ ভৈরবী-পূজা সাধ পূরে কর না।
পুলকে ভাসাবে প্রাণ রক্তধারা কর পান
রুধির-সাগরে, মন, মার সনে ভাস না।
অট্ট অট্ট অট্ট রবে চমকি চমকি তবে

চামুণ্ডার চণ্ড হাসি চণ্ডবেশে হাস না,
হুঙ্কার ঝঙ্কার ভীম—ভীমভাবে ভাষ না।
কল্যাণী কালীরে আজ কর, মন, অর্চ্চনা,
বক-কেশী-কাল-কংস-অংশ-বংশ-দলনা।
কলঙ্ক হইবে ধ্বংস ; কমলে কেলিবে হংস,
শোণিত-চন্দন-চূয়া সর্ব্ব অঙ্গে চর্চ্চনা।
অংশুধর অংশু ধরি আর্য্যপুত্র শির পরি
বর্ষিবে লাবণ্যরাশি—সিদ্ধ হবে অঙ্গনা।
শিবানী সাধন কর ত্যজ বৃথা কল্পনা।
যামিনী পোহায়, মন, মোহ-বন্ধ কাট না।
লোহিত বসন পর লোহিত ভূষণ ধর—
নর-কর-কিঙ্কিণী হে কটীতটে আঁট না।
রুধিরে রঞ্জিত কর এই বিশ্ব চরাচর—
রক্ত জবা-মালা রঙ্গে গলদেশে বাঁধ না,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভ্রভেদ কর না।
নৃমুণ্ড-মালিনী-মূর্ত্তি অন্তরেতে ভাবিয়ে
বুকেতে বাঁধি পাষাণ যাও চলে—কর ত্রাণ
এ বিপদে আর্য্যভূমি ?—স্কন্ধদেশে ধরিয়ে
অই চণ্ডালের শবে, সঘনে ভৈরব রবে
যথায় শ্মশানে ভূত ফিরিতেছে নাচিয়ে
পিশাচ প্রেতিনী নানা রক্তধারা মাখিয়ে ;—
নরমুণ্ড, নরঅস্থি, নাড়ী, ভুঁড়ি পরিয়ে
ভীমহাস্য হাসি রঙ্গে হর্ষবিস্ফারিত অঙ্গে

খেলিছে শংখিনী যথা ;—যাও তথা চলিয়ে
একাকী অবোধ মন——   করি সেই শবাসন
আন রে সাধন-বলে শ্যামা মায় ডাকিয়ে।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ—দেখ না রে [illegible]রে।
ওই দেখ কাত্যায়নী করালবদনা
করেতে খর্পর খড়্গ রুধিররসনা
কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল   আলো করি নভস্থল
মুক্তকেশী মুক্ত কেশে কাদম্বিনী-বরণা
হুঙ্কার—ঝঙ্কার—নাদে   সাধিতে ভবের সাধ
ডাকিছে তোমায়, মন, চঞ্চল-চরণা ?
উঠ না ত্যজিয়া নিদ্রা—পদ হৃদে ধরনা।
সঘনে কালীর নাম ওরে মন বল না।
শঙ্কর শঙ্করীরূপে দৈত্যদল দল না।
পরায়ে লোহিত বাসে,   হাসাইয়া অট্ট[illegible]স
এলায়ে কবরীভার পৃষ্ঠদেশে ফেল না,—
বদনে অনল জ্বালি,   ললাটে সিন্দূর ঢালি,
সাজাইয়া বনিতায় রঙ্গভূমে চল না ;
নাচুক রঙ্গিণী বালা মহানন্দে মগনা !
নাচুক রঙ্গিণী বালা মহানন্দে মগনা—
বিকট লোহিত আস্য——   বিকট গভীর হাস্য—
—নাচুক হৃদয়ে তব ! উন্মাদিনী—মগনা !
জলদে লুকাক রবি——   ভুবনে হাসুক ছবি—
কাল কাদম্বিনী কোলে কাল বালা ভীষণা !—
পূর্ণ হোক, মন, কবি হৃদয়ের বাসনা !
